শায়খ মুহাম্মাদ সালিহ আল মুনাজ্জিদ

# ইখলাস

জোজন আরিফ অনূদিত

# লেখকের কথা

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

সমস্ত প্রশংসা কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক। দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক সকল নবি ও রাসুলগণের নেতা আমাদের নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর এবং তাঁর পরিবারবর্গ এবং সকল সাহাবায়ে কেরামের প্রতি।

আল্লাহ তাআলা আমাদের ইখলাসের সাথে তাঁর আদেশ পালন করতে এবং তাঁর নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ হতে বিরত থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন; এবং যারা তাঁর হুকুম অনুসারে জীবন পরিচালনা করে তাদেরকে আখেরাতে জাহান্নামের আজাব থেকে রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় রাসুল ﷺ-কে আমাদের মাঝে প্রেরণ করেছেন, যিনি তাঁর সাহাবি এবং অনুসারীদের সর্বদা অন্তর পবিত্র রাখার এবং পূর্ণ ইখলাসের সাথে আমল করার নির্দেশ দিয়েছেন। আশা করা যায় এই নির্দেশ মেনে চলার মাধ্যমে তারা কিয়ামতের দিন নিজেদের ভয়াবহ আজাব থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে।

উলামায়ে কেরাম অন্তরের আমলসমূহের ব্যাপারে গভীর মনোযোগ দিয়েছেন। এ বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। গুরুত্বের সাথে বিষয়টি মানুষের কাছে ব্যাখ্যা করেছেন এবং এ ব্যাপারে সচেতন হওয়ার জন্য তাদেরকে উৎসাহিত করেছেন এবং এ ক্ষেত্রে নিজেদের বিকশিত করার পরামর্শ দিয়েছেন। কারণ, আল্লাহর রহমতের পর মানবজাতির মুক্তির সবচে বড় সম্বল হলো একটি সুস্থ এবং আন্তরিকতাপূর্ণ অন্তর।

দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহের চেয়ে অন্তরের আমলসমূহের জন্য অধিক সচেতনতা ও মুজাহাদা করা প্রয়োজন। অন্তর যদি সংশোধিত, দোষ-ত্রুটি মুক্ত এবং তার অসুস্থতা ও অপূর্ণতা থেকে আরোগ্য লাভ করে, তাহলে দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহের আমলসমূহ কেবলমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই হবে। সুতরাং অন্তর এবং তার আমলসমূহের সংশোধন হলো মুখ্য এবং সর্বাপেক্ষা অপরিহার্য বিষয়। কারণ, একটি পরিশুদ্ধ অন্তর ব্যতীত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহের আমলসমূহের কোনো কল্যাণ পাওয়া যায় না।

ইখলাস হলো অন্তরের আমলসমূহের সবচে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং সকল ইবাদতের ভিত্তি। এটি হলো দ্বীন ইসলামের মৌলিক উপাদান এবং সকল নবি-রাসুলদের দ্বীন প্রচারের অনুপ্রেরণা।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

'তাদেরকে কেবল এই আদেশই করা হয়েছিল যে, তারা আল্লাহর ইবাদত করবে আনুগত্যকে একনিষ্ঠভাবে তাঁরই জন্য খালেস রেখে এবং নামাজ কায়েম করবে ও জাকাত দেবে—আর এটাই সঠিক দ্বীন।"[১]

এবং আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

أَلَا لِلهِ الدِّينُ الْخَالِصُ

জেনে রেখো, খালেস আনুগত্য আল্লাহরই প্রাপ্য।"[২]

ইখলাস হলো সকল ইবাদতের অন্তঃসার ও উদ্দীপনা। এর উপর ভিত্তি করেই আমল কবুল করা হয় অথবা প্রত্যাখাত হয়। এ সমস্ত কারণ বিবেচনা করে আমরা বক্ষ্যমাণ বইটিতে ইখলাসের সংজ্ঞা ও তদসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি উপস্থাপন করেছি। আল্লাহ তাআলা যেন আমাদের নেক আমলসমূহকে কবুল করেন ও তার উত্তম প্রতিদান দেন এবং আমাদের নিয়তকে ইখলাসপূর্ণ করেন।

**মুহাম্মাদ সালিহ আল মুনাজ্জিদ**

---

[১] সুরা বায়্যিনাহ : ৯৮/৫।
[২] সুরা জুমার : ৩৯/৩।

# সূচিপত্র


| | |
|---|---|
| ইখলাস কাকে বলে | ০৭ |
| কুরআন ও হাদিসের আলোকে ইখলাস | ১১ |
| ইখলাস প্রসঙ্গে সালাফদের বক্তব্য | ১৯ |
| আল্লাহ লোক দেখানো আমল পছন্দ করেন না | ২০ |
| ইখলাসের পুরস্কার | ২২ |
| ইখলাস না থাকার পরিণতি | ৩২ |
| ইখলাস ও সালাফদের অবস্থান | ৩৬ |
| ইখলাসের আলামত | ৪৬ |
| ইখলাস সম্পর্কিত কতিপয় বিষয়সমূহ | ৪৭ |
| রিয়ার আশঙ্কায় আমল ছেড়ে দেওয়া | ৫০ |
| পরিশিষ্ট | ৫৪ |
| অনুশীলনী | ৫৫ |

# ইখলাস কাকে বলে

## 'ইখলাস' এর আভিধানিক অর্থ:

'ইখলাস' (الإخلاص) শব্দটি এসেছে আরবি 'আখলাস' (أخلص) শব্দ হতে; যার অর্থ হলো পবিত্র করা এবং অন্য কোনো কিছুর সাথে মিশ্রিত না করা।

যেমন বলা হয়, وأخلص الرجل دينه لله অর্থ, 'লোকটি তার দ্বীনকে আল্লাহরই জন্য খাস করলো'। অর্থাৎ, লোকটি আল্লাহর আনুগত্যে কাউকে শরিক করেনি।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ

'তাদের মধ্যে থেকে আপনার মুখলিস (একান্ত) বান্দাগণ ব্যতীত।[৩]

এখানে مخلَصين শব্দটি লাম এর উপর 'জবর' সহকারে রয়েছে। আবার কোনো কোনো কিরাআতে مخلِصين অর্থাৎ, লাম এর নিচে 'জের' সহকারেও রয়েছে।

সালাব ﷺ বলেন, مخلَصين (লাম এর উপর 'জবর' সহকারে) অর্থ হলো, যেসব বান্দাকে আল্লাহ তাআলা একান্তভাবে নিজের করে নিয়েছেন এবং مخلِصين (লাম এর নিচে 'জের' সহকারে) অর্থ হলো, যেসব বান্দা ইবাদত-আনুগত্যকে আল্লাহরই জন্য খাস করে নিয়েছে।

জুযাজ ﷺ বলেন; আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا

'এ কিতাবে মুসার বৃত্তান্তও বিবৃত করো। নিশ্চয়ই সে ছিল আল্লাহর 'মুখলাস' (মনোনীত) বান্দা এবং (তাঁর) রাসুল ও নবি।'[৪]

এখানে مخلَصاً শব্দটি লাম এর উপর 'জবর' সহকারে রয়েছে। তবে কোনো কোনো কিরআতে مخلِصاً অর্থাৎ, লাম এর নিচে 'জের' সহকারেও রয়েছে।

'মুখলাস' مخلَص শব্দটির অর্থ : আল্লাহ যাকে পবিত্র করেছেন, যাকে মনোনীত করেছেন এবং 'মুখলিস' مخلِص শব্দটির অর্থ : যে ব্যক্তি ইখলাসের সাথে তাওহিদ তথা আল্লাহর একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করেছে।

---

৩. সুরা হিজর : ১৫/৪০।
৪. সুরা মারইয়াম : ১৯/৫১।

এ কারণেই قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ অর্থাৎ, 'বলো, তিনি আল্লাহ, এক।'[৫] এ সুরাটিকে 'সুরা ইখলাস' নামকরণ করা হয়েছে। কারণ, সুরাটি আল্লাহর একত্ববাদের উপর গুরুত্বারোপ করে পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করে যে, 'শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলাই ইবাদতের যোগ্য একমাত্র সত্তা, তাঁর আনুগত্যে অন্য কাউকে শরিক করা উচিত নয়।'

ইবনুল আসির ﵀ বলেন, 'সুরা ইখলাসকে এই নাম দেওয়া হয়েছে; কারণ, যারা সুরাটি তিলাওয়াত করে, তাদের অন্তর আল্লাহর একত্ববাদের চেতনায় পবিত্র হয়ে যায়।'

এজন্য ইখলাস শব্দটি তাওহিদ তথা আল্লাহর একত্ববাদেরই প্রতিশব্দ।

খালেস বস্তু হলো সেই বস্তু, যা যাবতীয় সংমিশ্রণ ও অপবিত্রতা থেকে মুক্ত।[৬]

আল ফাইরুজাবাদি ﵀ বলেন, 'ইখলাস হলো লৌকিকতা পরিত্যাগ করা; অর্থাৎ, একনিষ্ঠভাবে কেবলমাত্র আল্লাহরই উপাসনা করা।'[৭]

জুরজানি ﵀ বলেন, 'ইখলাস হলো ইবাদত-আনুগত্যে রিয়া তথা লোক দেখানো মনোভাব পরিহার করা।'[৮]

## 'ইখলাস' এর পারিভাষিক অর্থ :

বিজ্ঞ আলেমগণ ইসলামি পরিভাষায় 'ইখলাস' শব্দটিকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। তন্মধ্যে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য হলো :

ইবনুল কায়্যিম ﵀ বলেন, 'ইখলাস হলো আল্লাহ তাআলার ইবাদতের সময় নিয়তকে পরিশুদ্ধ করা এবং সম্পূর্ণরূপে তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করা।'[৯]

জুরজানি ﵀ আরও বলেন, 'কোনো রকম খুঁত বা অপবিত্রতা থেকে কলবকে পবিত্র করার নামই ইখলাস। ইখলাসের মূলকথা হলো, প্রত্যেকটি বস্তুর ক্ষেত্রেই এ কথা চিন্তা করা যে, বস্তুটির সাথে কোনো কিছুর সংমিশ্রণ ঘটতে পারে, যখন কোনো বস্তু এসব সংমিশ্রণ থেকে মুক্ত হয়, তখন সেই বস্তুকে নির্ভেজাল ও খাঁটি বস্তু বলা হয়। আর বস্তুকে নির্ভেজাল করার যে পদ্ধতি, তাকে বলা হয় ইখলাস।'

---

৫. সুরা ইখলাস : ১১২/১।
৬. লিসানুল আরব : ২৬/৭; তাজুল আরুস : ৪৪৩৭।
৭. আল কামুসুল মুহিত : ৭৯৭।
৮. আততাআরিফাত : ২৮।
৯. মাদারিজুস সালিকিন : ২/৯১।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ

'নিশ্চয়ই গবাদি পশুর ভেতর তোমাদের জন্য চিন্তা-ভাবনা করার উপকরণ আছে। তার পেটে যে গোবর ও রক্ত আছে, তার মাঝখান থেকে আমি তোমাদেরকে এমন বিশুদ্ধ দুধ পান করাই, যা পানকারীদের জন্য সুস্বাদু হয়ে থাকে।"[১০]

এখানে দুধ বিশুদ্ধ হওয়ার মানে হলো, গোবর ও রক্ত ইত্যাদির সংমিশ্রণ থেকে মুক্ত হওয়া; অর্থাৎ, নির্ভেজাল ও খাঁটি হওয়া।[১১]

আরও বলা হয় যে, যা কিছু ইবাদতের স্বচ্ছতাকে কলুষিত করে ইখলাস তা দূরে সরিয়ে দেয়।[১২]

হুজাইফা আল মারআশি ﵀ বলেন, 'ইখলাস হলো যখন কোনও বান্দা অনুভব করে যে, কোনো কাজ জনসম্মুখে করা অথবা একাকী করা উভয়টিই তার জন্য সমান। (কেননা, আল্লাহ তাআলার নিকট কোনো কিছুই অজ্ঞাত নয়।)'[১৩]

অন্যান্য মনীষীগণ বলেছেন, 'ইখলাস হলো কোনো নেক কাজের জন্য আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও নিকট প্রতিদানের আশা না করা এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও নিকট নেক আমলসমূহ প্রকাশিত হোক—এমন আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করা।'[১৪]

এ ছাড়াও ইখলাসকে আরও নানাভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায়, যেগুলো পুণ্যাত্মা সালাফদের থেকে বর্ণিত হয়েছে। যেমন :

১. কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই ইবাদত করা এবং তাঁর ইবাদতে কাউকে শরিক না করা।
২. লোক দেখানো মনোভাব পরিত্যাগ করে আল্লাহর ইবাদত করা।
৩. শিরক, রিয়া ইত্যাদির সংমিশ্রণ থেকে আমলকে পবিত্র রাখা।[১৫]

---

১০. সুরা নাহল : ১৬/৬৬।
১১. আততাআরিফাত : ২৮।
১২. আততাআরিফাত : ২৮।
১৩. আলতিবয়ান ফি আদাব হামালাতুল কুরআন : ১৩।
১৪. মাদারিজুস সালিকিন : ২/৯২।
১৫. মাদারিজুস সালিকিন : ২/৯১-৯২।

## 'মুখলিস' কাকে বলে?

মুখলিস ব্যক্তি হলো সেই ব্যক্তি যিনি আল্লাহকে রাজি-খুশি করার জন্য তার অন্তরকে সংশোধন ও পবিত্র করেন এবং এ কারণে যদি সমাজের লোকেরা তাকে অবমূল্যায়ন ও অসম্মানের চোখে দেখে, তবুও তিনি দ্বীনের পথ থেকে পিছপা হন না। অধিকন্তু তিনি এটা পছন্দ করেন না যে, লোকেরা তার নেক আমল সম্পর্কে অবগত হোক। এমনকি যদিও তা ওজনে পিঁপড়ার মত ক্ষুদ্র ও সামান্য হয়।

ইসলামি পরিভাষায় 'ইখলাস' শব্দের পরিবর্তে 'নিয়ত' শব্দের ব্যবহার খুবই সাধারণ বিষয়। ফকিহগণের মতে, নিয়ত হলো ইবাদত ও অভ্যাসগত কোনো কাজের মাঝে পার্থক্য নির্ণয় করা এবং এক ইবাদত থেকে অপর ইবাদতের পার্থক্য নির্দেশ করার মাধ্যম।'[১৬]

ইবাদত ও অভ্যাসগত কোনো কাজের মাঝে পার্থক্য নির্ণয় করা হলো, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য গোসল করা ও যৌন সংসর্গ, সহবাস কিংবা স্বপ্নদোষের অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতা অর্জনের জন্য ফরজ গোসল করার অনুরূপ। আর ভিন্ন ভিন্ন ইবাদতের মধ্যে পার্থক্য করা হলো, জুহরের চার রাকাআত নামাজ থেকে আসরের চার রাকাআত নামাজের পার্থক্যের অনুরূপ। উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলোর উপর ভিত্তি করে বলা যায়, বক্ষ্যমাণ বইয়ের মূল আলোচ্য বিষয় 'নিয়ত' নয়। তবে যদি নিয়ত শব্দটি দ্বারা কোন্ কাজ কী উদ্দেশ্যে করা হচ্ছে তা বোঝা যায়; অর্থাৎ কোনো কাজ কিংবা ইবাদত কেবলমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্যই বিশুদ্ধরূপে ও একনিষ্ঠভাবে সম্পন্ন হয়েছে কি না, সেক্ষেত্রে ইখলাসের সংজ্ঞার সাথে নিয়তও অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। ইবাদতের ক্ষেত্রে সততা ও আন্তরিকতা (ইখলাস) খুব কাছাকাছি অর্থ বহন করলেও এদের মধ্যে সামান্য পার্থক্য বিদ্যমান।

**প্রথম পার্থক্য :** সততা একটি মৌলিক বিষয় এবং তার অবস্থান হলো সবার আগে। আর ইখলাস হলো সততার শাখা। অতএব, সততা থেকেই ইখলাসের উৎপত্তি হয়।

**দ্বিতীয় পার্থক্য :** কোনও বান্দা ইবাদত শুরুর আগে কখনো ইখলাস পরিলক্ষিত হয় না, ইবাদত শুরুর পরেই কেবল ইখলাসের প্রশ্ন আসতে পারে। অপরদিকে ইবাদত শুরুর আগেই সর্বদা সততা প্রকাশ পায়।[১৭]

---

১৬. জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম : ১/১১।
১৭. আততাআরিফাত : ২৮।

# কুরআন ও হাদিসের আলোকে ইখলাস

## ইখলাস সম্পর্কে কুরআনের আয়াত :

মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে কুরআনের বহু আয়াতে ইখলাসের সাথে তাঁর ইবাদত করার নির্দেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

'তাদেরকে কেবল এই আদেশই করা হয়েছিল যে, তারা আল্লাহর ইবাদত করবে, আনুগত্যকে একনিষ্ঠভাবে তাঁরই জন্য খালেস রেখে এবং নামাজ কায়েম করবে ও জাকাত দেবে আর এটাই সরল সঠিক দ্বীন।'[১৮]

মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তাঁর নবিকে (ﷺ) একনিষ্ঠভাবে শুধুমাত্র তাঁরই সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ইবাদত করার আদেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

قُلِ اللهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي

'বলো (হে মুহাম্মাদ); আমি তো আল্লাহর ইবাদত করি এভাবে যে, আমি নিজ আনুগত্যকে তাঁরই জন্য খালেস করে নিয়েছি।'[১৯]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ

---

১৮. সুরা বায়্যিনাহ : ৯৮/৫।
১৯. সুরা জুমার : ৩৯/১৪।

'বলো (হে মুহাম্মাদ); নিশ্চয়ই আমার নামাজ, আমার ইবাদত ও আমার জীবন-মরণ সবই আল্লাহর জন্য, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক। তাঁর কোনও শরিক নেই। আমাকে এরই হুকুম দেওয়া হয়েছে এবং আমি তাঁর সম্মুখে সর্বপ্রথম মাথানতকারী।'[২০]

মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে আরও জানিয়েছেন যে, তিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য; আমলের দিক থেকে তাদের মধ্যে কে উত্তম।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ

'যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য যে, কর্মে তোমাদের মধ্যে কে উত্তম। তিনিই পরিপূর্ণ ক্ষমতার মালিক, অতি ক্ষমাশীল।'[২১]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ফুজাইল ইবনে ইয়াজ ﵀ বলেছেন, 'আয়াতে "কর্মে তোমাদের মধ্যে কে উত্তম" বলতে সবচে বিশুদ্ধরূপে ও সঠিকভাবে যে ইবাদত সম্পাদিত হয়েছে তা বোঝানো হয়েছে।' তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, 'সবচে বিশুদ্ধরূপে ও সঠিকভাবে সম্পাদিত ইবাদত মানে কী?' উত্তরে তিনি বললেন, 'বিশুদ্ধরূপে মানে হলো, ইখলাসের সাথে কেবলমাত্র আল্লাহরই সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এবং সঠিকভাবে অর্থ হলো, রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত অনুসারে। যদি ইবাদত ইখলাসের সাথে অথচ সুন্নাতের খেলাফ হয়, তবে তা কবুল হবে না; এবং অনুরূপভাবে যদি ইবাদত সুন্নাত অনুযায়ী; অথচ খালেস নিয়তে না হয়, তাহলেও তা কবুল হবে না। ইবাদত কেবলমাত্র তখনই কবুল করা হয়, যখন তা ইখলাসের সাথে এবং রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত অনুযায়ী হয়।'

ফুজাইল ইবনে ইয়াজ ﵀-এর বক্তব্য প্রসঙ্গে শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ﵀ বলেন, আল্লাহর বাণী দ্বারা এটাই বোঝানো হয়েছে ; [২২]

فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

---

২০. সুরা আনআম : ৬/১৬২-১৬৩।
২১. সুরা মুলক : ৬৭/২।
২২. মাজমুয়াতো ফাতাওয়া : ১/৩৩৩।

'সুতরাং যে কেউ নিজ মালিকের সাথে মিলিত হওয়ার আশা রাখে, সে যেন সৎকর্ম করে এবং নিজ মালিকের ইবাদতে অন্য কাউকে শরিক না করে।'[২৩]

আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক না করার অর্থ হলো, ইখলাস ও নিষ্ঠার সাথে এবং সুন্নাত অনুযায়ী ইবাদত-বন্দেগি করা।

আমির আসসানআনি ﷺ বলেন, 'তোমার পুরোটা জীবন অতিবাহিত হয়েছে আল্লাহর নাফরমানিতে। সামান্য কিছু আমল যা তোমাকে পরিতৃপ্ত করে, আসলে তা মরীচিকা। যখন তোমার আমল খালেসভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য না হবে, তখন তুমি যত ঘরই বানাও না কেন, তা বিরান ঘর। ইখলাস হলো আমল কবুল হওয়ার পূর্বশর্ত। যখন তুমি ইবাদত করবে, তখন ইখলাসের সাথে করো, কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী করো।'

মহান রব্বুল আলামিনের কাছে আত্মসমর্পণ করা ও নেক আমল করাকেই আল্লাহ তাআলা সর্বোত্তম দ্বীন বলে ঘোষণা করেছেন। মহিমান্বিত আল্লাহ বলেন,

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا

'তার চেয়ে উত্তম দ্বীন আর কার হতে পারে, যে (তার গোটা অস্তিত্বসহ) নিজ চেহারাকে আল্লাহর সম্মুখে অবনত করেছে, সেই সঙ্গে সে সৎকর্মে অভ্যস্ত এবং একনিষ্ঠ ইবরাহিমের দ্বীন অনুসরণ করেছে। ...'[২৪]

আল্লাহর কাছে পরিপূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করা হলো ইখলাস আর সুন্নাত অনুযায়ী আমল করা হলো সৎকর্ম।

আল্লাহ তাঁর প্রিয় নবি ﷺ ও তাঁর জাতিকে সৎ ও ন্যায়পরায়ণ লোকদের সাহচর্যে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ

'আপনি নিজেকে সেই সকল লোকদের সংসর্গে রাখেন, যারা সকাল ও সন্ধ্যায় নিজেদের প্রতিপালককে এ কারণে ডাকে যে, তারা তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে।...'[২৫]

---

২৩. সুরা কাহাফ : ১৮/১১০।
২৪. সুরা নিসা : ৪/১২৫।
২৫. সুরা কাহাফ : ১৮/২৮।

আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করার অর্থ হলো একনিষ্ঠভাবে কেবলমাত্র আল্লাহরই জন্য সমস্ত নেক আমল করা।

যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় নেক আমল করে আল্লাহ তাআলা তাদের সফলকাম বলে ঘোষণা করেছেন। মহিমান্বিত আল্লাহ বলেন,

فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

'সুতরাং আত্মীয়কে তার হক দিয়ে দাও এবং অভাবগ্রস্তকে ও মুসাফিরকেও। যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে তাদের জন্য এটা শ্রেয় এবং তারাই সফলকাম।'[২৬]

যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় নেক আমল করে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে জাহান্নামের ভয়াবহ আজাব থেকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى

'এবং তা (জাহান্নাম) থেকে দূরে রাখা হবে এমন মুত্তাকি ব্যক্তিকে, যে আত্মশুদ্ধি অর্জনের জন্য নিজ সম্পদ (আল্লাহর পথে) দান করে। অথচ তার উপর কারও কোনো অনুগ্রহ ছিল না, যার প্রতিদান দিতে হত; বরং সে কেবল তার মহান প্রতিপালকের সন্তুষ্টিই কামনা করে। দৃঢ় বিশ্বাস রেখো, এরূপ ব্যক্তি অচিরেই খুশি হয়ে যাবে।'[২৭]

আল্লাহ তাআলা বলেছেন যে, জান্নাতবাসীদের গুণসমূহের মধ্যে একটি হচ্ছে, তারা পার্থিব জীবনে কাজে-কর্মে ছিল ইখলাসপূর্ণ এবং শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যেই নেক আমল করেছে।

মহিমান্বিত আল্লাহ বলেন,

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا

---

২৬. সুরা রুম : ৩০/৩৮।
২৭. সুরা লায়ল : ৯২/১৭-২১।

'তারা আল্লাহর ভালোবাসায় মিসকিন, ইয়াতিম ও বন্দিদেরকে খাবার দান করে। (এবং তাদেরকে বলে) আমরা তো তোমাদেরকে খাওয়াই কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে। আমরা তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চাই না এবং কৃতজ্ঞতাও না।'[২৮]

যারা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের আশায় নেক আমল করে, মহান আল্লাহ আখেরাতে তাদের মহাপুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। মহিমান্বিত আল্লাহ বলেন,

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

'মানুষের বহু গোপন পরামর্শে কোনো কল্যাণ নেই। তবে কোনও ব্যক্তি দান-সদকা বা কোনো সৎকাজের কিংবা মানুষের মধ্যে মীমাংসার আদেশ করলে, সেটা ভিন্ন কথা। যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে এরূপ করবে, আমি তাকে মহা প্রতিদান দেব।'[২৯]

এবং তিনি আরও বলেন,

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ

'যে ব্যক্তি আখেরাতের ফসল কামনা করে, এর জন্য আমি তার ফসল বাড়িয়ে দেই। আর যে ব্যক্তি (কেবল) দুনিয়ার ফসল কামনা করে, তাকে আমি তা থেকেই দান করি। আখেরাতে তার কোনো অংশ নেই।'[৩০]

## ইখলাস সম্পর্কে হাদিসের ভাষ্য :

আল্লাহর রাসুল ﷺ খালেস নিয়ত ও সততার গুরুত্বকে পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করেছেন এবং বলেছেন যে, প্রত্যেক কাজ ব্যক্তির নিয়তের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

উমর ইবনুল খাত্তাব ﷺ বলেছেন যে; রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

إِنَّمَا الأَعْمالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى...

---

২৮. সুরা দাহর : ৭৬/৮-৯।
২৯. সুরা নিসা : ৪/১১৪।
৩০. সুরা শুরা : ৪২/২০।

'প্রত্যেক কাজ নিয়তের সাথে সম্পর্কিত। আর মানুষ তার নিয়ত অনুযায়ী ফল পাবে।...'[৩১]

এটি নবি ﷺ-এর সবচে গুরুত্বপূর্ণ বাণীসমূহের মধ্যে অন্যতম। কারণ, এই হাদিসে এমন একটি দ্বীনী বিষয় অন্তর্ভুক্ত আছে, যা আমাদের সকল ইবাদতের অপরিহার্য অংশ এবং কোনো ইবাদত থেকেই খালি নয়। নামাজ, রোজা, জিহাদ, হজ, দান-সদকা ইত্যাদি—এই সমস্ত ইবাদত সুন্নাত অনুযায়ী ও মকবুল হওয়ার জন্য অবশ্যই ইখলাসের সাথে আমল করতে হবে।

আল্লাহর রাসুল ﷺ এই বিষয়টি শুধুমাত্র স্পষ্ট করেই বলেননি; বরঞ্চ কিছু আমলের কথা উল্লেখ করে নিয়ত পরিশুদ্ধ করার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। যেমন :

**তাওহিদ :**

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'বান্দা কবিরা গোনাহ থেকে দূরে থেকে যখনই ইখলাসের সাথে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলে, তখনই আসমানের দরজাসমূহ তার জন্য খুলে দেওয়া হয়; এমনকি তা আরশ পর্যন্ত পৌঁছে যায়।'[৩২]

**রোজা :**

আল্লাহর রাসুল ﷺ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ইমান (ও ইখলাস) এর সাথে সওয়াবের আশায় রমজানে সিয়াম পালন করবে, তার অতীতের সমস্ত গোনাহ মাফ করা হবে।'[৩৩]

আবু সাইদ খুদরি ﷺ হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, আমি নবি ﷺ-কে বলতে শুনেছি—

من صامَ يوْماً فِي سَبِيلِ الله بعَّدَ الله وجْهه عَن النارِ سَبْعِيَن خَرِيفاً

'যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় এক দিনও সিয়াম পালন করে, আল্লাহ তার মুখমণ্ডলকে জাহান্নামের আগুন হতে সত্তর বছরের রাস্তা দূরে সরিয়ে নেন।'[৩৪]

---

৩১. সহিহ বুখারি : ১/১; সহিহ মুসলিম : ১৯০৭।
৩২. তিরমিজি শরিফ : ৬/৩৫৯০।
৩৩. সহিহ বুখারি : ৩/১৭৮০।
৩৪. সহিহ বুখারি : ২৮৪০; সহিহ মুসলিম : ১১৫৩।

রমজানে তারাবিহ :

আল্লাহর রাসুল ﷺ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ইমান (ও ইখলাস) এর সাথে সওয়াবের আশায় রমজানের রাতে তারাবির নামাজ আদায় করবে, তার পূর্ববর্তী গোনাহসমূহ মাফ করে দেওয়া হবে।'[৩৫]

দান-সদকা :

আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত; আল্লাহর রাসুল ﷺ বলেছেন, 'যে দিন আল্লাহর আরশের ছায়া ব্যতীত কোনো ছায়া থাকবে না, সে দিন আল্লাহ তাআলা সাত প্রকার মানুষকে সে ছায়ায় আশ্রয় দিবেন। (১) ন্যায়পরায়ণ শাসক। (২) যে যুবক আল্লাহর ইবাদতের ভেতর গড়ে উঠেছে। (৩) যার অন্তরের সম্পর্ক সর্বদা মসজিদের সাথে থাকে। (৪) আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যে দু'ব্যক্তি পরস্পর মহব্বত রাখে, উভয়ে একত্রিত হয় সেই মহব্বতের উপর আর পৃথক হয় সেই মহব্বতের উপর। (৫) এমন ব্যক্তি যাকে সম্ভ্রান্ত সুন্দরী নারী (অবৈধ মিলনের জন্য) আহ্বান জানিয়েছে তখন সে বলেছে, আমি আল্লাহকে ভয় করি। (৬) যে ব্যক্তি গোপনে এমনভাবে সদকা করে যে, তার ডান হাত যা দান করে বাম হাত তা জানতে পারে না। (৭) যে ব্যক্তি নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তাতে আল্লাহর ভয়ে তার চোখ হতে অশ্রু বের হয়ে পড়ে।'[৩৬]

## জামাতে নামাজ আদায়ের উদ্দেশ্যে মসজিদে গমনের ফজিলত :

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'জামাতের সাথে নামাজ আদায় করা ঘরে ও বাজারে (একাকী) নামাজ আদায় করা অপেক্ষা পঁচিশ গুণ বেশি সওয়াব। কেননা, তোমাদের কেউ যখন উত্তমরূপে অজু করে এবং কেবল নামাজ আদায় করার উদ্দেশ্যে মসজিদে যায়, তখন মসজিদে প্রবেশ না করা পর্যন্ত তার প্রতি কদমে আল্লাহ একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করেন ও একটি গোনাহ মাফ করে দেন। আর মসজিদে প্রবেশ করার পর যতক্ষণ সে তথায় অবস্থান করে, ততক্ষণ তাকে নামাজের মধ্যে শামিল ধরা হয় এবং যতক্ষণ সে অজু অবস্থায় নামাজের জায়গায় অবস্থান করে, ততক্ষণ পর্যন্ত ফেরেশতাগণ তার জন্য এই বলে দুআ করতে থাকে, "হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা করুন, হে আল্লাহ! তার প্রতি রহম করুন।"

---

৩৫. সহিহ বুখারি : ৩/১৮৮২।
৩৬. সহিহ বুখারি : ১৪২৩; সহিহ মুসলিম : ১০৩১।

তোমাদের কেউ যতক্ষণ (মসজিদে) নামাজের অপেক্ষায় থাকে ততক্ষণ তাকে নামাজের মধ্যে আছে বলে গণ্য করা হয়।'[৩৭]

এই ব্যক্তি ইখলাসের সাথে কেবল জামাআতে নামাজ আদায়ের উদ্দেশ্যেই মসজিদে গমন করেছে, অন্য কোনো উদ্দেশ্যে নয়।

## জিহাদ :

আল্লাহর রাসুল ﷺ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করলো এবং (উটের) রশি (সামান্য গনিমত) ব্যতীত আর কিছুর নিয়ত করলো না; সে যা নিয়ত করলো তাই তার প্রাপ্য হবে।'[৩৮]

এ ক্ষেত্রে, ব্যক্তির নিয়তে আন্তরিকতা তথা ইখলাস ছিল না এবং সে শুধুমাত্র দুনিয়াবি ফায়দা হাসিলের জন্যই জিহাদের ময়দানে গিয়েছিল। তাই সে যার নিয়ত করেছে, শুধু তাই পাবে।

## জানাজা :

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ইমান (ও ইখলাস) এর সাথে সওয়াব লাভের আশায় কোনও মুসলিমের জানাজার (লাশের) সাথে যায় এবং জানাজার নামাজ পড়া ও দাফন শেষ হওয়া পর্যন্ত তার সাথে থাকে, সে দুই কিরাত সওয়াব নিয়ে ফিরে আসে। প্রত্যেক কিরাত উহুদ পাহাড়ের সমান। আর যে ব্যক্তি জানাজার নামাজ আদায় করে দাফনের পূর্বেই চলে আসে, সে এক কিরাআত সওয়াব নিয়ে ফিরে আসে।'[৩৯]

---

৩৭. সহিহ বুখারি : ২/৬১৮।
৩৮. সুনানু নাসাই : ৩/৩১৪০।
৩৯. সহিহ বুখারি : ১/৪৭।

# ইখলাস প্রসঙ্গে সালাফদের বক্তব্য

আমাদের ন্যায়নিষ্ঠ সালাফে-সালেহিনগণ ইখলাসের গুরুত্ব এবং কুরআন-সুন্নাহে বর্ণিত ইখলাসের তাৎপর্য সম্পর্কে সদা সচেতন ছিলেন। এজন্য তারা ইখলাসকে অত্যন্ত গুরুতর বিষয় হিসেবে বিবেচনা করতেন এবং ইখলাসবিহীন আমলের বিপত্তি সম্পর্কে উপলব্ধি করেছিলেন। যার ফলস্বরূপ তারা কোনো বই রচনা করার শুরুতে নিয়ত সম্পর্কিত হাদিসটি উল্লেখ করতেন। যেমনটি ইমাম বুখারি ﵀ করেছেন; যিনি তাঁর বইয়ের শুরুতেই إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى... অর্থাৎ, 'প্রত্যেক কাজ নিয়তের সাথে সম্পর্কিত। আর মানুষ তার নিয়ত অনুযায়ী ফল পাবে।...'[৪০]—এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

আবদুর রহমান ইবনে মাহদি ﵀ বলেন, 'আমি যদি কোনো বই রচনা করতাম, তবে আমি বইটির প্রত্যেক অধ্যায়ের শুরুতেই উমর ইবনুল খাত্তাব ﵁ থেকে বর্ণিত নিয়তের রেওয়ায়তটি উল্লেখ করতাম।'[৪১]

সালাফরা বলেছেন যে, আমলের চেয়ে নিয়তই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। ইয়াহইয়া ইবনে আবু কাসির ﵀ বলেন, 'খালেস নিয়ত অর্জন করতে শেখো। কেননা, আমলের চেয়ে নিয়তের গুরুত্ব বেশি।'[৪২]

উলামায়ে কেরাম আমল করার পূর্বে নিয়ত সহিহ করার বিষয়টি শেখানোর উপর গুরুত্বারোপ করেছেন।

ইবনে আবু হামজা ﵀ বলেন, 'মাঝে মাঝে আমার মনে হয় ফুকাহায়ে কেরামের একদল যদি মুসলিম উম্মাহকে শুধুমাত্র আমল করার সময় ইখলাস অর্জনের পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া ব্যতীত আর অন্য কিছুই না করতো।'[৪৩]

কারণ, অধিকাংশ মানুষই ইখলাস এবং সহিহ নিয়তের অভাবে তাদের আমল নষ্ট করে ফেলে।

---

৪০. সহিহ বুখারি : ১/১; সহিহ মুসলিম : ১৯০৭।
৪১. জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম : ১/৮।
৪২. হিলইয়াতুল আউলিয়া : ৩/৭০; জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম : ১/১৩।
৪৩. আল মাদখাল : ১/১।

# আল্লাহ লোক দেখানো আমল পছন্দ করেন না

যারা লোক দেখানোর জন্য এবং কেবলমাত্র পার্থিব উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য নেক আমল করে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে লাঞ্ছিত করেন। মহান আল্লাহ এমন লোকদের অশুভ পরিণতির কথা উল্লেখ করে কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে বলেন,

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

'যারা (কেবল) পার্থিব জীবন ও তার শোভা কামনা করে, আমি তাদেরকে তাদের কর্মের পূর্ণ ফল এ দুনিয়ায়ই ভোগ করতে দেব এবং এখানে তাদের প্রাপ্য কিছু কম দেওয়া হবে না। এরাই তারা, যাদের জন্য আখেরাতে জাহান্নাম ছাড়া কিছুই নেই এবং যা কিছু কাজকর্ম তারা করেছিল, আখেরাতে তা নিষ্ফল হয়ে যাবে আর তারা যে আমল করেছে (আখেরাতের হিসেবে) তা না করারই মত।'[৪৪]

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا

'কেউ দুনিয়ার নগদ লাভ কামনা করলে আমি যাকে ইচ্ছা, যতটুকু ইচ্ছা, এখানেই তাকে তা নগদ দিয়ে দেই। তারপর আমি তার জন্য জাহান্নাম রেখে দিয়েছি, যাতে সে লাঞ্ছিত ও বিতাড়িতরূপে প্রবেশ করবে।'[৪৫]

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ ۖ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ

---

৪৪. সুরা হুদ : ১১/১৫-১৬।
৪৫. সুরা বনি ইসরাইল : ১৭/১৮।

'যে ব্যক্তি আখেরাতের ফসল কামনা করে, এর জন্য আমি তার ফসল বাড়িয়ে দেই। আর যে ব্যক্তি (কেবল) দুনিয়ার ফসল কামনা করে, তাকে আমি তা থেকেই দান করি। আখেরাতে তার কোনো অংশ নেই।'[৪৬]

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'আমি তোমাদের ক্ষেত্রে যা নিয়ে সবচে বেশি ভয় করি, তা হলো ছোট শিরক।' সাহাবিরা জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল ﷺ! ছোট শিরক কী?' তিনি ﷺ বললেন, 'লোক দেখানো ইবাদত। কারণ, কিয়ামতের দিন মানুষ যখন তাদের প্রতিদান পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করবে, তখন আল্লাহ বলবেন, "দুনিয়াতে যাদের দেখানোর জন্য ইবাদত করতে তাদের কাছে যাও এবং দেখো, তাদের থেকে কোনো প্রতিদান পাও কি না।"'[৪৭]

প্রিয় মুসলমান ভাইয়েরা, তোমরা দুইটি পথের মধ্যে যে কোনো একটিকে বেছে নাও: আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ইখলাসের সাথে আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদতের পথ; অথবা লোক দেখানো আমল এবং পার্থিব জীবনের সমৃদ্ধির পথ।

হাশরের ময়দানে মানুষ তার নিয়ত অনুসারে পুনরুত্থিত হবে। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'বস্তুত লোকদের (হাশরের দিন) তাদের নিয়ত অনুসারে উঠানো হবে।'[৪৮]

কিয়ামতের সেই ভয়াবহ দিনে কেউ যদি ধ্বংসের সম্মুখীন হয়, তখন তার নিজেকে ছাড়া আর কাউকেই দোষারোপ করার থাকবে না। কেননা, যারা লোক দেখানোর জন্য ও ইখলাসহীন আমল করে, হাশরের দিন ধ্বংস ছাড়া তাদের অন্য কোনো পথ নেই।

---

৪৬. সুরা শুরা : ৪২/২০।
৪৭. আহমদ : ২৩৬৮১। তাবারানি, বায়হাকি এবং শায়খ শুআইব আরনাউত হাদিসটিকে হাসান বলেছেন।
৪৮. সুনানু ইবনে মাজাহ : ৩/৪২২৯।

# ইখলাসের পুরস্কার

একজন ব্যক্তি ইখলাসপূর্ণ আমলের ফলস্বরূপ অনেক সুফল ও অঢেল পুরস্কার অর্জনের সৌভাগ্য লাভ করে। আল্লাহর কোনও বান্দার অন্তরে যখন ইখলাস দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তখন সে প্রশান্তি লাভ করে। ইখলাসপূর্ণ আমলের ফলস্বরূপ একজন ব্যক্তি যে সকল পুরস্কার লাভ করতে পারে সেগুলো হলো :

## আমল কবুল হওয়া :

আবু উমামা আল বাহিলি ﵁ থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, 'ওই ব্যক্তি সম্বন্ধে আপনি কী বলেন, যে ব্যক্তি সওয়াব ও সুনামের জন্য জিহাদ করে, তার জন্য কী রয়েছে?' রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'তার জন্য কিছুই নেই।' সে ব্যক্তি তা তিন বার পুনরাবৃত্তি করলেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ তাকে (একটি কথাই) বললেন, 'তার জন্য কিছুই নেই।' তারপর তিনি ﷺ বললেন, إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبَلُ من العَمَلِ إِلاَّ مَا كَانَ لَهُ خَالِصاً وَابتغي بِهِ وَجْهُهُ "আল্লাহ তাআলা তাঁর জন্য কৃত খাঁটি (একনিষ্ঠ) আমল ব্যতীত, যা দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া আর কিছুই উদ্দেশ্য না হয়, আর কিছুই কবুল করেন না।"[৪৯]

## সওয়াব লাভ করা :

সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস ﵁ থেকে বর্ণিত; রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তুমি যা ব্যয় করবে তোমাকে তার বিনিময় (সওয়াব) দেওয়া হবে। এমনকি যা তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে তুলে দিবে (তারও প্রতিদান পাবে)।'[৫০]

## নেক আমলের সওয়াব বহুগুণে বেড়ে যাওয়া :

আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক ﵀ বলেন, 'অনেক ছোট আমল আছে যা খালেস নিয়তের কারণে বড় হয়ে যায়, আবার অনেক বড় আমল আছে যা খালেস নিয়তের অভাবে ছোট হয়ে যায়।'[৫১]

---

৪৯. সুনানু নাসাই : ৩/৩১৪২।
৫০. সহিহ বুখারি : ২/১২১৮; সহিহ মুসলিম : ১৬২৮।
৫১. জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম : ১/১৩।

## গোনাহ মাফ হওয়া :

গোনাহ মাফ হওয়ার সবচে বড় কারণসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো আন্তরিকতা তথা ইখলাসপূর্ণ আমল। ইবনে তাইমিয়া ﵀ বলেন, কোনো বান্দা যখন ইখলাসের সাথে আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদত করে, তখন আল্লাহ তাআলা তার বড় বড় গোনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন। যেমনটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে।

আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস ﵁ থেকে বর্ণিত; রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'কিয়ামতের দিন সমস্ত সৃষ্টির সামনে আমার উম্মতের একজনকে ডাকা হবে, অতঃপর তার সামনে ৯৯ টি দফতর পেশ করা হবে। প্রতিটি দফতর দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত দীর্ঘ হবে।' মহান আল্লাহ বলবেন, "তুমি কি এর কোনো কিছু অস্বীকার করো?" সে বলবে, "না, হে আমার রব!" আল্লাহ বলবেন, "তোমার উপর আমলনামা লেখক আমার ফেরেশতাগণ কি জুলুম করেছে?" অতঃপর তিনি জিজ্ঞাসা করবেন, "তোমার নিকট কি কোনো নেকি আছে?" সে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে এবং বলবে, "না।" তখন আল্লাহ বলবেন, "হ্যাঁ, আমার নিকট তোমার কিছু নেকি জমা আছে। আজ তোমার উপর জুলুম করা হবে না।" অতঃপর তার সামনে একটি চিরকুট তুলে ধরা হবে, যাতে লিপিবদ্ধ থাকবে "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনও ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও রাসুল।" তখন সে বলবে, "হে আমার রব! এতো বৃহৎ দফতরসমূহের তুলনায় এই ক্ষুদ্র চিরকুট আর কী উপকারে আসবে।" তিনি বলবেন, "তোমার প্রতি অন্যায় করা হবে না।" অতঃপর সেই বৃহদাকার দফতরসমূহ এক পাল্লায় এবং সেই ক্ষুদ্র চিরকুটটি আরেক পাল্লায় রাখা হবে। এতে বৃহদাকার দফতরসমূহের পাল্লা হালকা হয়ে উপরে উঠে যাবে এবং ক্ষুদ্র চিরকুটের পাল্লা ভারী হয়ে যাবে।'[৫২]

যারা ইমান ও ইখলাসের সাথে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুর মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ'র সাক্ষ্য দিবে এটা হলো তাদের অবস্থা। যদিও এমন অনেক মানুষ আছে, যারা কালিমার সাক্ষ্য দেওয়ার পরও কবিরা গোনাহে লিপ্ত হওয়ার ফলে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। তারা এই একই কালিমার সাক্ষ্য দিলেও তা উপরোক্ত হাদিসে বর্ণিত ব্যক্তির মত পাল্লায় ভারী হয় না। কারণ, তাদের কালিমার সাক্ষ্য পরিপূর্ণ ইখলাসের সাথে ছিল না।

---

[৫২] সুনানু ইবনে মাজাহ : ৩/৪৩০০; তিরমিজি শরিফ : ২৬৩৯।

অপর একটি হাদিসে রয়েছে, 'এক ব্যভিচারিণী মহিলা কোনো এক গরমের দিনে একটি কুকুরকে একটি কূপের পাশে চক্কর দিতে দেখতে পেল। কুকুরটি পিপাসায় তার জিহ্বা বের করে হাঁপাচ্ছিল। তখন মহিলা তার পায়ের মোজা খুলে কুকুরটির জন্য পানি তুলে আনলো এবং পান করালো। ফলে আল্লাহ তার গোনাহ মাফ করে দিলেন।"[৫৩]

এই মহিলা কুকুরটিকে খালেস নিয়তের সাথে পানি পান করিয়েছিলেন; যার ফলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন। তবে সকল ব্যভিচারিণী মহিলাই যে কুকুরকে পানি পান করালে ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে বিষয়টি এমন নয়। যারা কেবলমাত্র ইখলাসের এ কাজ করবে, শুধুমাত্র তারাই ক্ষমা পাওয়ার আশা করতে পারে।[৫৪]

## আমল করতে অক্ষম হলেও নিয়তের বদৌলতে আমলের পুরস্কার পাওয়া :

ইখলাস থাকার কারণে কোনও ব্যক্তি আমল করতে অক্ষম হলেও তারা সওয়াব লাভের সৌভাগ্য অর্জন করে। প্রকৃতপক্ষে খালেস নিয়ত থাকার কারণেই একজন ব্যক্তি তার বিছানায় মৃত্যুবরণ করলেও শহিদদের উচ্চমর্যাদা এবং মুজাহিদদের মর্তবা লাভ করতে পারে। যারা ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও নবি ﷺ-এর সাথে জিহাদে অংশ নিতে পারেনি তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ

'সেই সকল লোকেরও (কোনো গোনাহ) নেই, যাদের অবস্থা এই যে, যখন তুমি তাদের জন্য কোনো বাহনের ব্যবস্থা করবে—এই আশায় তারা তোমার কাছে আসলো আর তুমি বললে, আমার কাছে তো তোমাদেরকে দেওয়ার মত কোনো বাহন নেই। তখন তাদের কাছে খরচ করার মত কিছু না থাকার দুঃখে তারা এভাবে ফিরে গেল যে, তাদের চোখ থেকে অশ্রু ঝরছিল।'[৫৫]

আনাস ইবনে মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, আমরা যখন রাসুলুল্লাহ ﷺ এর সাথে তাবুক যুদ্ধ হতে ফিরে আসছিলাম তখন আল্লাহর রাসুল ﷺ বললেন, 'এমন অনেক লোক রয়েছে যাদের আমরা মদিনায় রেখে এসেছি,

---

৫৩. সহিহ মুসলিম : ৫/৫৬৬৫।
৫৪. মাজমুয়ায়ে ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া : ৬/২১৮-২২১।
৫৫. সুরা তাওবা : ৯/৯২।

আমরা যত পর্বতমালা ও উপত্যকা অতিক্রম করি না কেন, তাদের আত্মা আমাদের সাথেই ছিল। তাদেরকে তাদের অপরাগতা আমাদের সাথে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত রেখেছে।'[৫৬]

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে; তিনি ﷺ বলেছেন, 'তারাও তোমাদের সাথে সওয়াবে শরিক হয়েছে।'[৫৭]

আনাস ইবনে মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত; রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি অন্তর থেকে আল্লাহর দরবারে শাহাদাত লাভের প্রার্থনা করে, আল্লাহ তাকে শহিদগণের স্তরে পৌছাবেন, যদিও সে বিছানায় স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করে।'[৫৮]

অনুরূপভাবে দান-সদকার ক্ষেত্রে, একজন সম্পদশালী ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় দান-সদকা করে যে পরিমাণ পুরস্কার লাভ করে, একজন দরিদ্র ব্যক্তি খালেস নিয়তের কারণে আল্লাহর রাস্তায় দান-সদকা না করেও সমপরিমাণ পুরস্কার লাভ করতে পারে।

আবু কাবশা আল আনমারি ﷺ থেকে বর্ণিত; রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'এ উম্মতের দৃষ্টান্ত চার ব্যক্তির সদৃশ। (১) এক ব্যক্তিকে আল্লাহ ধন-সম্পদ ও জ্ঞান দান করেছেন এবং সে তার জ্ঞান দ্বারা তার মাল ব্যবহার করে, যথার্থ খাতে তা ব্যয় করে। (২) এক ব্যক্তিকে আল্লাহ জ্ঞান দান করেছেন; কিন্তু সম্পদ দান করেননি। সে বলে, ওই ব্যক্তির অনুরূপ আমার সম্পদ থাকলে আমি তার মত তা কাজে লাগাতাম। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, এ দুজন সমান পুরস্কারের অধিকারী। ...'[৫৯]

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। তা হলো, একজন ব্যক্তি হয়ত কোনো আমল করতে অক্ষম, অথচ তার আমল করার ইচ্ছা আছে; কিন্তু সে তা করে না। সে ধারণা করে, আমলের প্রতি তার আগ্রহের কারণে সে সওয়াব পাবে। সে তার এ ধরনের নিয়তকে নেক নিয়ত বলে মনে করে। কিন্তু বাস্তবে এটা আত্মপ্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়।

উদাহরণস্বরূপ, একজন মানুষ নামাজ আদায় করতে মসজিদে না গিয়ে তার বাড়িতে বসে বা বিছানায় শুয়ে আছে আর বলছে, 'আমি মসজিদে গিয়ে

---

৫৬. সহিহ বুখারি : ২৬৮৪।
৫৭. সহিহ মুসলিম : ১৯১১।
৫৮. সহিহ মুসলিম : ১৯০৯।
৫৯. সুনানু ইবনে মাজাহ : ৩/৪২২৮; আহমদ : ১৮০৩৫।

নামাজ আদায় করতে চাই।' যদি সে ধারণা করে, শুধুমাত্র মুখে এ কথা বলার মাধ্যমেই সে জামাতের সাথে নামাজ আদায় করার সওয়াব লাভ করবে, তাহলে সে বোকার স্বর্গে বসবাস করছে। অন্যান্য ইবাদতের ক্ষেত্রেও এই উদাহরণটি প্রযোজ্য। সুতরাং একজন ব্যক্তির এভাবে আত্মপ্রতারিত হওয়া ও শয়তানের ফাঁদে পা দেওয়া থেকে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

## নিত্যনৈমিত্তিক কাজসমূহকেও আল্লাহর ইবাদতে পরিণত করা :

সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস ﵁ থেকে বর্ণিত; রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তুমি যা ব্যয় করবে তোমাকে তার বিনিময় (সওয়াব) দেওয়া হবে। এমনকি যা তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে তুলে দিবে (তারও প্রতিদান পাবে)।'[৬০]

যদি কোনও মুসলমান এই পথে যাত্রা শুরু করে, তার জন্য এটি পুরস্কার অর্জনের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়গুলোর মধ্যে অন্যতম। আমরা যদি নিত্যনৈমিত্তিক কাজগুলো আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জনের নিয়তে করি, তাহলে আমরা মহাপুরস্কার লাভ করতে পারব।

জুবাইদ আল ইয়ামানি ﵀ বলেন, 'আমি প্রতিটি কর্মেই ভালো নিয়ত করা পছন্দ করি, এমনকি যখন আমি পানাহার করি।'[৬১]

আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কিছু বাস্তব উদাহরণ পরবর্তীতে আলোচিত হয়েছে, ভালো নিয়তের সাথে যে কাজগুলো করলে একজন বান্দা পুরস্কার লাভ করতে পারে :

> অনেকেই আতর-সুগন্ধি ব্যবহার করতে পছন্দ করে। কিন্তু কোনও বান্দা যদি মসজিদে যাওয়ার পূর্বে আল্লাহর ঘরের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে এবং অন্যান্য দীনি ভাই ও ফেরেশতাদের কষ্ট দূর করার নিয়তে সুগন্ধি ব্যবহার করে, তাহলে সে সুগন্ধি ব্যবহারের কারণে সওয়াবের অধিকারী হবে।
>
> জীবন ধারণের জন্য আমাদের সকলেরই খাবার গ্রহণ ও পানি পান করার প্রয়োজন হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি পানাহার করার সময় আল্লাহর ইবাদত

---

৬০. সহিহ বুখারি : ২/১২১৮; সহিহ মুসলিম : ১৬২৮।
৬১. আল ইখলাস ওয়ান নিয়্যাহ : ৬২।

করার শক্তি-সামর্থ্য অর্জন ও নেক কাজ করার নিয়ত করে, তাহলে সে পানাহার করার মাধ্যমেও সওয়াব লাভ করবে।

অধিকাংশ মানুষই বিয়ে করতে চায়। একজন ব্যক্তি যদি নিজের চরিত্র ও তাঁর স্ত্রীর সম্ভ্রম রক্ষা করার নিয়তে বিয়ে করে এবং এর মাধ্যমে এমন নেক সন্তান কামনা করে, যারা আল্লাহর ইবাদতগোজার বান্দা হবে, তাহলে বিয়ে করা সেই ব্যক্তির জন্য সওয়াবের উৎস হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের তাদের পড়াশোনার উদ্দেশ্য নিয়ে ভাবতে হবে। একজন শিক্ষার্থী যে মেডিকেলে পড়াশোনা করছে তার নিয়ত হওয়া উচিত এমন যে, সে ডাক্তারি পড়ার মাধ্যমে অসুস্থ ও আঘাতপ্রাপ্ত দীনি ভাইদের চিকিৎসা করবে। তাহলে সে পড়াশোনার ফলেও সওয়াব লাভ করবে। অনুরূপভাবে ইঞ্জিনিয়ার ও অন্যান্য বিষয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীগণও মুসলিমদের সেবা করার নিয়তে পড়াশোনা করলে সওয়াবের অধিকারী হবে।

কোনো কাজকে ছোট মনে করে সওয়াবের আশা ছেড়ে দেওয়া কিংবা ভালো নিয়ত না করা উচিত নয়। ভালো নিয়তের কারণে যে কোনো কিছুই সওয়াবের উৎসে পরিণত হতে পারে। কারণ, হতে পারে এ সমস্ত কাজই ব্যক্তিকে শেষ বিচারের দিন জাহান্নামের আজাব থেকে রক্ষা করবে।

## শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে নিজেকে রক্ষা করা :

শয়তান নিজের উপর মানবজাতিকে পথভ্রষ্ট, আল্লাহর অবাধ্য ও নিষিদ্ধ বিষয়সমূহের প্রতি আকৃষ্ট করার অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিল। যদিও আল্লাহ তাআলা যাদেরকে নিজের জন্য বিশুদ্ধচিত্ত বানিয়েছেন, তাদেরকে শয়তান গোমরাহ করতে পারবে না।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ

'সে (শয়তান) বললো, হে আমার প্রতিপালক! যেহেতু আপনি আমাকে পথভ্রষ্ট করলেন, তাই আমি কসম করছি যে, আমি মানুষের জন্য দুনিয়ার ভেতর আকর্ষণ সৃষ্টি করব এবং তাদের সকলকে বিপথগামী করব। তবে

আপনার সেই বান্দাদেরকে নয়—যাদেরকে আপনি নিজের জন্য বিশুদ্ধচিত্ত বানিয়ে নিয়েছেন।'[৬২]

শয়তান তাদেরকে কোনোভাবেই বিপথগামী করতে পারবে না—যারা নিজেদেরকে ইখলাসের হাতিয়ার দিয়ে সুরক্ষিত করে রেখেছে।

মারুফ আল কারখি ﵀ নিজেকে প্রহার করতেন এবং বলতেন, 'হে নফস! ইখলাস অবলম্বন করো, তবেই তুমি মুক্তি পাবে।'[৬৩]

## রিয়া থেকে দূরে থাকা এবং শয়তানের ওয়াসওয়াসা পরাভূত করা :

আবু সুলাইমান আদ-দারিমি ﵀ বলেন, 'যখন কোনও বান্দা ইখলাস অবলম্বন করে, তখন তার থেকে রিয়া ও শয়তানের ওয়াসওয়াসা দূর হয়ে যায়।'[৬৪]

## ফিতনা হতে মুক্তির উপায় :

ইখলাস অবলম্বন করলে একজন ব্যক্তি নিজেকে ফিতনা হতে রক্ষা করতে পারে। ইখলাস মানুষকে প্রবৃত্তির অনুসরণ ও চাহিদা পূরণ করা হতে বিরত রাখে এবং ফাসেক ও গোনাহগার মানুষদের সংসর্গ থেকে রক্ষা করে।

একবার ইউসুফ আ.-এর কথা স্মরণ করুন, ইখলাসের কারণে আল্লাহ তাআলা তাঁকে আজিজে মিশরের স্ত্রীর প্রলোভন ও কুমন্ত্রণা থেকে রক্ষা করেন। যার ফলে তিনি কোনো অনৈতিক ও অশ্লীল কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হননি।

মহিমান্বিত আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ

'স্ত্রীলোকটি তো স্পষ্টভাবেই ইউসুফের সাথে (অসৎ কর্ম) কামনা করেছিল আর ইউসুফের মনেও স্ত্রীলোকটির প্রতি ইচ্ছা জাগ্রত হয়েই যাচ্ছিল—যদি না সে নিজ প্রতিপালকের প্রমাণ দেখতে পেত। আমি তার থেকে অসৎকর্ম ও অশ্লীলতার অভিমুখ ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্যই এরূপ করেছিলাম। নিশ্চয়ই সে আমার মনোনীত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।'[৬৫]

---

৬২. সুরা হিজর : ১৫/৩৯-৪০।
৬৩. এহইয়াউ উলুমিদ্দিন : ৪/১৫৮।
৬৪. মাদারিজুস সালিকিন : ২/৯২।
৬৫. সুরা ইউসুফ : ১২/২৪।

## দুঃখ-যন্ত্রণা দূর হওয়া এবং রিজিক বৃদ্ধি পাওয়া :

আনাস ইবনে মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত; রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'যার লক্ষ্য হবে আখেরাত অর্জন করা, আল্লাহ তাআলা তার অন্তর থেকে অভাব দূর করে দিবেন এবং তার জন্য যাবতীয় উপকরণ সহজ করে দিবেন। দুনিয়া তার নিকট অপদস্থ হয়ে ধরা দিবে। আর যার লক্ষ্য হবে দুনিয়া অর্জন করা, আল্লাহ তাআলা অভাবকে তার চোখের সামনে তুলে ধরবেন এবং যাবতীয় উপকরণ তার থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিবেন। আর দুনিয়া তার ভাগ্যে ততটুকু মিলবে যতটুকু লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।'[৬৬]

## বিপদ-আপদ দূর হওয়া :

আবদুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ থেকে বর্ণিত; রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'একবার তিনজন লোক পথ চলছিল, এমন সময় তারা বৃষ্টিতে আক্রান্ত হলো। অতঃপর তারা এক পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিল। হঠাৎ পাহাড় হতে এক খণ্ড পাথর পড়ে তাদের গুহার মুখ বন্ধ হয়ে গেল। তখন তারা একে অপরকে বললো, নিজেদের কৃত কিছু সৎকাজের কথা চিন্তা করে বের করো—যা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তোমরা করেছ এবং তার মাধ্যমে আল্লাহর নিকট দুআ করো। তাহলে হয়ত আল্লাহ তোমাদের উপর হতে পাথরটি সরিয়ে দিবেন। তাদের একজন বলতে লাগলো, হে আল্লাহ! আমার আব্বা-আম্মা খুব বৃদ্ধ ছিলেন এবং আমার ছোট ছোট সন্তানও ছিল। আমি তাদের ভরণ-পোষণের জন্য পশু পালন করতাম। সন্ধ্যায় যখন আমি বাড়ি ফিরতাম তখন দুধ দোহন করতাম এবং আমার সন্তানদের আগে আমার আব্বা-আম্মাকে পান করাতাম। একদিন আমার ফিরতে দেরি হয় এবং সন্ধ্যা হওয়ার আগে আসতে পারলাম না। এসে দেখি তারা ঘুমিয়ে পড়েছেন। আমি দুধ দোহন করলাম—যেমন প্রতিদিন দোহন করি। তারপর আমি তাঁদের শিয়রে (দুধ নিয়ে) দাঁড়িয়ে রইলাম। তাদেরকে জাগানো আমি পছন্দ করিনি এবং তাদের আগে আমার বাচ্চাদেরকে পান করানোও সঙ্গত মনে করিনি। অথচ বাচ্চাগুলো দুধের জন্য আমার পায়ের কাছে পড়ে কান্নাকাটি করছিল। এভাবে ভোর হয়ে গেল।

হে আল্লাহ! আপনি জানেন, আমি যদি শুধু আপনার সন্তুষ্টির জন্যই এ কাজটি করে থাকি, তবে আপনি আমাদের হতে পাথরটা খানিক সরিয়ে দিন; যাতে আমরা আসমানটা দেখতে পাই। তখন পাথরটি কিছুটা সরে গেল।

---

৬৬. তিরমিজি শরিফ : ২৪৬৫। শায়খ আলবানি হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন।

দ্বিতীয় ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহ! আমার এক চাচাতো বোন ছিল। পুরুষরা যেমন মহিলাদেরকে ভালোবাসে, আমি তাকে তার চেয়েও অধিক ভালোবাসতাম। একদিন আমি তার কাছে চেয়ে বসলাম (অর্থাৎ খারাপ কাজ করতে চাইলাম)। কিন্তু তা সে অস্বীকার করলো; যে পর্যন্ত না আমি তার জন্য ১০০ দিনার নিয়ে আসি। পরে চেষ্টা করে আমি তা যোগাড় করলাম (এবং তার কাছে এলাম)। যখন আমি তার দু'পায়ের মাঝে বসলাম (অর্থাৎ সম্ভোগ করতে তৈরি হলাম) তখন সে বললো, হে আল্লাহর বান্দা! আল্লাহকে ভয় করো। অন্যায়ভাবে মোহর (পর্দা) ছিঁড়ে দিয়ো না। (অর্থাৎ আমার সতীত্ব নষ্ট করো না)। তখন আমি দাঁড়িয়ে গেলাম।

হে আল্লাহ! আপনি জানেন, আমি যদি শুধু আপনার সন্তুষ্টির জন্য এ কাজটি করে থাকি, তবে আপনি আমাদের জন্য পাথরটা সরিয়ে দিন। তখন পাথরটি কিছুটা সরে গেল।

তৃতীয় ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহ! আমি এক 'ফারাক'[৬৭] চাউলের বিনিময়ে একজন শ্রমিক নিযুক্ত করেছিলাম। যখন সে তার কাজ শেষ করলো আমাকে বললো, আমার পাওনা দিয়ে দাও। আমি তাকে তার পাওনা দিতে গেলে সে তা নিল না। আমি তা দিয়ে কৃষি কাজ করতে লাগলাম এবং এর দ্বারা অনেক গরু ও তার রাখাল জমা করলাম। বেশ কিছু দিন পর সে আমার কাছে আসলো এবং বললো, আল্লাহকে ভয় করো (আমার মজুরি দাও)। আমি বললাম, এই সব গরু ও রাখাল নিয়ে নাও। সে বললো, আল্লাহকে ভয় করো, আমার সাথে ঠাট্টা করো না। আমি বললাম, আমি তোমার সাথে ঠাট্টা করছি না, ওইগুলো নিয়ে নাও। তখন সে তা নিয়ে গেল।

হে আল্লাহ! আপনি জানেন, যদি আমি আপনার সন্তুষ্টি লাভের জন্য এ কাজটি করে থাকি, তবে পাথরের বাকিটুকু সরিয়ে দিন। তখন আল্লাহ পাথরটাকে সরিয়ে দিলেন।"[৬৮]

## হিকমত লাভ করা :

মাকহুল ﷺ বলেন, 'যে ব্যক্তি একটানা ৪০ দিন ইখলাস অবলম্বন করতে পারে, তার জিহ্বায় হিকমতের নহরসমূহ প্রবাহিত হয়।' (অর্থাৎ সে যা বলে তা হিকমতপূর্ণ হয়।)[৬৯]

---

৬৭. ফারাক দ্বারা উদ্দেশ্য হল পরিমাণ। বর্তমানের এক কেজির কাছাকাছি।
৬৮. সহিহ বুখারি-২১০২; সহিহ মুসলিম : ২৭৪৩।

## ইখলাসের কারণে সওয়াব লাভ করা যদিও কোনও বান্দা ভুল করে থাকে :

বিষয়টি অনেকটা মুজতাহিদ ইমাম ও ফকিহদের অনুরূপ। যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কোনো বিষয়ের সত্য ও সঠিক ফয়সালা দেওয়ার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করে থাকেন; কিন্তু অনেকেই সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হন। এমতাবস্থায় সিদ্ধান্ত নিতে ভুল করলেও ইখলাসের কারণে বান্দা সওয়াব লাভ করবে।

## ইখলাসের মাধ্যমে যাবতীয় কল্যাণ লাভ :

দাউদ আততায়ি ﵀ বলেছেন, 'আমি লক্ষ করেছি, ইখলাস অবলম্বনের মাধ্যমেই যাবতীয় কল্যাণ লাভ করা যায়। কোনও বান্দা ওজরবশত আমল করতে অক্ষম হলে ভালো নিয়তই তার জন্য যাবতীয় কল্যাণ লাভের জন্য যথেষ্ট হবে।' (অর্থাৎ, ইখলাসের কারণেই তাকে পুরস্কৃত করা হবে)।[৭০]

## আল্লাহ তাআলা-ই মুখলিস ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট :

উমর ইবনুল খাত্তাব ﵁ বলেন, 'যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে সত্য অন্বেষণ করে, যদিও তা (সত্য অন্বেষণ) তার ক্ষতি করতে পারে, তখন আল্লাহ তাআলা তার সব প্রয়োজন পূর্ণ করবেন এবং তাকে অন্যদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন।'[৭১]

মুখলিস ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য আমাদের সব রকম প্রচেষ্টা করা উচিত, যেন আমরা যাবতীয় কল্যাণ ও সওয়াবের অধিকারী হতে পারি।

---

৬৯. মাদারিজুস সালিকিন : ২/৯২।
৭০. আল ইখলাস ওয়ান নিয়্যাহ : ৬৪; জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম : ১৩।
৭১. বায়হাকি : ১০/২৫০।

# ইখলাস না থাকার পরিণতি

ইখলাসপূর্ণ আমলের ফলস্বরূপ যেমন অনেক পুরস্কারের সুসংবাদ রয়েছে, তেমনি ইখলাস না থাকার অনেক ক্ষতিকর দিকও রয়েছে—যা মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে বিপর্যস্ত করে। উদাহরণস্বরূপ ইখলাস না থাকার কতিপয় ক্ষতিকর দিকসমূহ আলোচনা করা হলো :

## জান্নাতে প্রবেশ করতে না পারা :

আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'যে ইলম দ্বারা পরাক্রমশালী মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যায়, সে ইলম যে ব্যক্তি কেবল দুনিয়ার সুযোগ-সুবিধা লাভের জন্য হাসিল করলো, সে কিয়ামতের দিন জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না।"[৭২]

## জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপিত হওয়া :

আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসুল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, 'কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যার বিচার করা হবে, সে হচ্ছে এমন একজন—যে শহিদ হয়েছিল। তাকে হাজির করা হবে এবং (আল্লাহ) তাঁর নিয়ামতরাশির কথা তাকে বলবেন এবং সে তার সবটাই চিনতে পারবে (তার স্বীকারোক্তিও করবে)। তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, "এতে তুমি কী আমল করেছিলে?" সে বলবে, "আমি আপনার (সন্তুষ্টির) জন্য যুদ্ধ করেছি, এমনকি শেষ পর্যন্ত শহিদ হয়েছি।" তখন (আল্লাহ তাআলা) বলবেন, "তুমি মিথ্যা বলেছো। তুমি বরং এ জন্যেই যুদ্ধ করেছিলে, যাতে লোকে তোমাকে বলে—তুমি বীর। তা তো বলা হয়েছে।"

এরপর আদেশ দেওয়া হবে। সে মতে তাকে উপুড় করে হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তারপর এমন এক ব্যক্তির (বিচার করা হবে) যে জ্ঞান অর্জন ও বিতরণ করেছে এবং কুরআন শরিফ অধ্যয়ন করেছে। তখন তাকে হাজির করা হবে। (আল্লাহ তাআলা) তাঁর প্রদত্ত নিয়ামতের কথা তাকে বলবেন এবং সে তা চিনতে পারবে (তাঁর স্বীকারোক্তি করবে) তখন তিনি (আল্লাহ তাআলা) বলবেন, "এতে (বড় নিয়ামত পেয়ে বিনিময়ে) তুমি কী আমল করলে?" সে বলবে, "আমি জ্ঞান অর্জন করেছি

[৭২] সুনানু আবু দাউদ : ৩৬৬৪; সুনানু ইবনে মাজাহ : ২৫২। শায়খ আলবানি হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন।

এবং তা শিক্ষা দিয়েছি এবং আপনারই (সন্তুষ্টি লাভের) উদ্দেশ্যে কুরআন পাঠ করেছি।" তিনি (আল্লাহ তাআলা) বলবেন, "তুমি মিথ্যা বলেছো। তুমি তো জ্ঞান অর্জন করেছিলে এজন্যে,—যাতে লোকে তোমাকে জ্ঞানী বলে। কুরআন তিলাওয়াত করেছিলে এ জন্যে, যাতে লোকে বলে—সে একজন কারি। আর দুনিয়াতে তোমাকে তা বলা হয়েছে।" তারপর আদেশ দেওয়া হবে এবং তাকেও উপুড় করে হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তারপর এমন এক ব্যক্তির বিচার হবে, যাকে আল্লাহ তাআলা সচ্ছলতা এবং সর্ববিধ সম্পদ দান করেছেন। তাকে হাজির করা হবে এবং (আল্লাহ তাআলা) তাকে প্রদত্ত নিয়ামতসমূহের কথা বলবেন। সে তা চিনতে পারবে (স্বীকারোক্তি করবে।) তখন তিনি (আল্লাহ তাআলা) বলবেন, "এর বিনিময়ে তুমি কী আমল করেছো?" সে বলবে, "সম্পদ ব্যয়ের এমন কোনো খাত নেই, যাতে সম্পদ ব্যয় আপনি পছন্দ করেন; অথচ আমি সে খাতে আপনার (সন্তুষ্টির) জন্যে ব্যয় করিনি।" তখন তিনি (আল্লাহ তাআলা) বলবেন, "তুমি মিথ্যা বলছো। তুমি বরং এ জন্যে তা করেছিলে—যাতে লোকে তোমাকে 'দানবির' বলে অভিহিত করে। আর দুনিয়াতে তোমাকে তা বলা হয়েছে।" তারপর আদেশ দেওয়া হবে, সে মতে তাকেও উপুড় করে হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।'[৭৩]

আবু হুরায়রা ﵁ যখনই হাদিসটি বর্ণনা করতেন, তখনই হাদিসের ভয়াবহতার দরুন জ্ঞান হারিয়ে ফেলতেন। সুফাই আল আসবাহি ﵀ একবার মদিনায় প্রবেশ করলেন এবং দেখতে পেলেন যে, অনেক মানুষ একজন লোককে ঘিরে বসে আছে। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই লোকটি কে?' লোকেরা বললো, 'ইনি আবু হুরায়রা'। সুফাই ﵀ বলেন, 'আমি তাঁর (আবু হুরায়রা ﵁) একদম নিকটে গিয়ে দাঁড়ালাম। তিনি মানুষদের নিকট হাদিস বর্ণনা করছিলেন। যখন তিনি (আবু হুরায়রা ﵁) চুপ করলেন এবং সব লোকজন চলে গেল, তখন তিনি একাকী থাকা অবস্থায় আমি তাকে বললাম, 'আল্লাহর শপথ! আপনি আমাকে এমন একটি হাদিস বলুন, যা আপনি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছ থেকে শুনেছেন এবং অর্থসহ আয়ত্ত করেছেন।' তখন আবু হুরায়রা ﵁ বললেন, 'আমি তাই করবো। আমি আপনাকে এমন একটি হাদিস বর্ণনা করবো, যা আমি স্বয়ং রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছ থেকে শুনেছি, বুঝেছি এবং আত্মস্থ করেছি।' এ কথা বলার পর আবু হুরায়রা ﵁ বেহুশ হয়ে পড়লেন।

---

৭৩. সহিহ মুসলিম : ৪/৪৭৭০।

কিছুক্ষণ পর তাঁর জ্ঞান ফিরলে তিনি বললেন, 'আমি আপনাকে এমন একটি হাদিস শোনাবো, যা স্বয়ং রাসুলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। আমরা এই মসজিদের ভেতরই ছিলাম। রাসুল ﷺ আর আমি ছাড়া তখন আর কেউ মসজিদে ছিল না।' তারপর আবু হুরায়রা ﷺ আবার বেহুশ হয়ে পড়লেন এবং কিছুক্ষণ পর জ্ঞান ফিরে পেলেন। জ্ঞান ফিরলে তিনি তার চেহারা হাত দিয়ে মুছলেন আর বললেন, 'আমি আপনাকে এমন একটি হাদিস শোনাবো যা স্বয়ং রাসুলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। আমরা এই মসজিদের ভেতরই ছিলাম। রাসুল ﷺ আর আমি ছাড়া তখন আর কেউ মসজিদে ছিল না।'

তারপর আবু হুরায়রা ﷺ আরও কঠিনভাবে বেহুশ হয়ে পড়লেন এবং তার চেহারার উপর ঢলে পড়লেন। আমি তাকে লম্বা করে হেলান দিয়ে বসতে সাহায্য করলাম। এভাবে তিনি অনেকক্ষণ থাকলেন। তার জ্ঞান ফিরে এলে তিনি বললেন, 'আল্লাহর রাসুল ﷺ আমাকে বলেছেন... তিনি এরপর উপরোল্লিখিত হাদিসটি বর্ণনা করেন। হাদিসটি বর্ণনা শেষে, 'অতঃপর রাসুলুল্লাহ ﷺ আমার হাঁটুতে চাপড়ালেন এবং বললেন, "হে আবু হুরায়রা! এই তিনজনই হলো আল্লাহর প্রথম মাখলুক, যাদের দিয়ে কিয়ামতের দিন জাহান্নামের আগুন প্রজ্জ্বলিত করা হবে।"'[৭৪]

লক্ষ করুন, প্রথম মাখলুক; যাদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে তারা হত্যাকারী, ব্যভিচারী, চোর এসব শ্রেণির নয়। বরঞ্চ প্রথম মাখলুক যাদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, তারা হলো কুরআন তিলাওয়াতকারী, দান-সদকাকারী এবং আল্লাহর রাস্তায় লড়াইকারী মুজাহিদগণ। কারণ, তাদের আমলে ইখলাসের অভাব ছিল এবং তারা রিয়া তথা লোক দেখানো আমল করেছিল।

কাব ইবনে মালিক ﷺ হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি এই উদ্দেশ্যে ইলম তালাশ করে যে, সে তা দিয়ে আলিমদের সাথে বিতর্ক করবে বা অজ্ঞ-মূর্খদের সামনে বিদ্যা ফলাবে এবং নিজের দিকে মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করবে—আল্লাহ তাআলা তাকে জাহান্নামে দাখিল করবেন।'[৭৫]

---

৭৪. তিরমিজি শরিফ : ৪/২৩৮৫। আল্লামা হাকিম নিশাপুরি হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন।
৭৫. তিরমিজি শরিফ : ৫/২৬৫৫। শায়খ আলবানি হাদিসটিকে হাসান বলেছেন।

## আমল কবুল না হওয়া :

আবু হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত; রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন,

قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ

'তোমরা আমার সাথে যেসব শরিকদের শরিক সাব্যস্ত করো, আমি তা হতে পবিত্র। যে ব্যক্তি কোনো আমল করে, তাতে আমার সাথে অন্য কাউকে শরিক করে, আমি তার আমল ও শিরক উভয়টিকে ছুঁড়ে ফেলে দিই।'[৭৬]

আবু উমামা আল বাহিলি ﵁ হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, 'এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ ﷺ এর কাছে এসে বললেন, "ওই ব্যক্তি সম্বন্ধে আপনি কী বলেন, যে ব্যক্তি সওয়াব এবং সুনামের জন্য জিহাদ করে, তার জন্য কী রয়েছে?" রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তার জন্য কিছুই নেই।" সে ব্যক্তি তা তিনবার পুনরাবৃত্তি করলেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ তাকে (একটি কথাই) বললেন, "তার জন্য কিছুই নেই।" তারপর তিনি ﷺ বললেন, "আল্লাহ তাআলা তাঁর জন্য কৃত খাঁটি (একনিষ্ঠ) আমল ব্যতীত—যা দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া আর কিছুই উদ্দেশ্য না হয়, আর কিছুই কবুল করেন না।"'[৭৭]

আবু হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, 'এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলো, "ইয়া রাসুলুল্লাহ! যে ব্যক্তি আল্লাহর রাহে জিহাদ করার ইচ্ছা পোষণ করেও পার্থিব কিছু সম্পদ লাভেরও আশা করলো, তার অবস্থা কীরূপ?" নবি কারিম ﷺ উত্তর করলেন, "তার কোনো সওয়াব হবে না।" লোকজনের নিকট তা ভয়ংকর বলে মনে হলো। তখন তারা লোকটিকে বিষয়টি পুনরায় রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বুঝিয়ে বলতে আরজ করলো। সে ব্যক্তি পুনরায় জিজ্ঞেস করলো, "ইয়া রাসুলুল্লাহ! এক ব্যক্তি আল্লাহর রাহে জিহাদের ইচ্ছা করে আর পার্থিব কিছু সম্পদও লাভ করতে চায়, তবে তার অবস্থা কেমন?" তিনি জবাব দিলেন, "তার কোনোই পুণ্য হবে না।" লোকটি আবারও তা রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করতে বলায়, সে তৃতীয়বারও জিজ্ঞাসা করলো। তৃতীয়বারেও তিনি বললেন, "তার কোন সওয়াব হবে না।"'[৭৮]

---

[৭৬]. সহিহ মুসলিম : ২৯৮৫।

[৭৭]. সুনানু নাসাই : ৩/৩১৪২।

[৭৮]. সুনানু আবু দাউদ : ৩/২৫০৮। হাকিম নিশাপুরি হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন এবং ইমাম জাহাবি এ মতকে সমর্থন করেছেন। আল মুসতাদরাক : ৩৪৯৮।

### আমলের পুরস্কার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া :

মহিমান্বিত আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا

'তারা (দুনিয়ায়) যা কিছু আমল করেছে, আমি তার ফয়সালা করতে আসবো এবং সেগুলোকে শূন্যে বিক্ষিপ্ত ধুলোবালি (-এর মত মূল্যহীন) করে দেব।'[৭৯]

হাদিসে কুদসিতে বর্ণিত আছে, যারা পার্থিব জীবনে লোক দেখানো আমল করতো তাদেরকে আল্লাহ তাআলা বলবেন,

اذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ تُرَاءُونَ فِي الدُّنْيَا، فَانْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً

'দুনিয়াতে যাদের দেখানোর জন্য ইবাদত করতে, তাদের কাছে যাও এবং দেখো, তাদের থেকে কোনো প্রতিদান পাও কি না।'[৮০]

## ইখলাস ও সালাফদের অবস্থান

আমাদের পূর্বসূরিরা 'ইখলাস'কে শুধুমাত্র কুরআনের আয়াত যা তারা তিলাওয়াত করতেন; কিংবা রাসুল ﷺ-এর হাদিস যা তারা অন্যদের নিকট বর্ণনা করতেন—এমন মনে করে ক্ষান্ত হননি। বরং ইখলাসের ক্ষেত্রে তাদের অবস্থান এত দৃঢ় ছিল, যা অন্যদের ছিল না। তাদের ইখলাসের ঘটনাগুলো ছিল হিদায়াতের পথের আলোকবর্তিকা। ইখলাসের ক্ষেত্রে তারা হলেন অনুকরণীয় আদর্শ। কারণ, তারা সত্যিকার অর্থেই ইখলাসের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পেরেছিলেন।

ফুজাইল ইবনে আয়াজ ﷺ বলেন, 'আল্লাহ শুধুমাত্র তোমাদের খালেস নিয়ত ও দৃঢ় সংকল্প চান।'[৮১]

আমাদের সালাফরা, আল্লাহ তাঁদের উপর রহমত বর্ষণ করুন; ইখলাসের অধিকারী হওয়া কত কঠিন তা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। এজন্য তারা মানুষের নিকট ইখলাসের বিষয়টি বর্ণনা করে গিয়েছেন।

---

৭৯. সুরা ফুরকান : ২৫/২৩।
৮০. মুসনাদে আহমদ : ২৩৬৮১। শায়খ শুআইব আরনাউত হাদিসটিকে হাসান বলেছেন।
৮১. জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম : ১৩।

সাহল ইবনে আবদুল্লাহ আততুসতায়ি ﵀-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, 'আত্মার জন্য সবচে কঠিনতম কাজ কোনটি?' তিনি জবাব দিলেন, 'ইখলাস। কারণ, নফস এটা থেকে কখনো উপকৃত হয় না।'[৮২]

এটা এ কারণে যে, ইখলাসের বিষয়টি গোপনীয়। তাই কারও পক্ষে ইখলাসকে স্বীকৃতি দেওয়া সম্ভব নয় এবং ইখলাস অবলম্বনের মাধ্যমে কেউ পার্থিব জীবনে লাভবান হয় না।

ইউসুফ ইবনে আসবাত ﵀ বলেন, 'আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দাদের নিকট দীর্ঘ সময় ইবাদত ও আমল করার চেয়ে নিয়তকে দূষিত হওয়া হতে পবিত্র রাখা কঠিন।'[৮৩]

ইখলাসের ক্ষেত্রে সালাফদের অবস্থান কীরূপ ছিল—সে সম্পর্কে কয়েকটি উদাহরণ পেশ করা হলো :

## নিজেকে মুখলিস বলে দাবি না করা :

যখন সালাফরা উপলব্ধি করলেন যে, ইখলাস অর্জন করা একটি ভীষণ কঠিন কাজ। একজন ব্যক্তিকে ইখলাস অর্জন করতে হলে কঠোর সাধনা এবং অনেক কুরবানি ও ত্যাগ স্বীকার করতে হয়, তখন তারা নিজেদেরকে মুখলিস দাবি করা হতে বিরত থাকেন।

হিশাম আদদাসতুওয়াই ﵀ বলেন, 'আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি কখনোই এমন দাবি করি না যে, আমি কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য (একবারের জন্যও) হাদিসের তালাশে বের হয়েছি।'[৮৪]

আপনারা কি জানেন এই হিশাম কে—যিনি নিজেকে ইখলাসের অভাবে দোষারোপ করেছেন? আসুন তাঁর সময়ের আলিমদের মুখ থেকেই শুনি :

শুবা ইবনুল হাজ্জাজ ﵀ বলেন, 'একমাত্র হিশাম আদদাসতুওয়াই ছাড়া আর কাউকে আমি কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হাদিস তালাশ করতে দেখিনি।'

শাজ ইবনে ফাইয়াজ ﵀ বলেন, 'হিশাম এত বেশি পরিমাণে কাঁদতেন যে, শেষ পর্যন্ত তিনি দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছেন।'

---

৮২. জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম : ১৭; মাদারিজুস সালিকিন : ২/৯২।
৮৩. জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম : ১৩।
৮৪. সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৭/১৫২; তারিখুল ইসলাম : ৩/১৭৫।

হিশাম তাঁর নিজের সম্পর্কে বলতেন, 'যখন লণ্ঠনের আলো চলে যায়, তখন আমি কবরের অন্ধকারের কথা স্মরণ করি।' তিনি আরও বলতেন, 'আমি অবাক হই! কীভাবে একজন আলিম হাসতে পারেন?'[৮৫]

সুফিয়ান সাওরি ﵀ বলেন, 'নিয়ত বিশুদ্ধ করতে আমাকে যে পরিমাণ সংগ্রাম করতে হয়েছে, তা অন্য কোনো কিছু করতে হয়নি।'[৮৬]

ইউসুফ ইবনে হুসাইন ﵀ বলেন, 'দুনিয়ার জীবনে ইখলাসের সন্ধান পাওয়া হলো সবচে কঠিন কাজ। আমি আমার অন্তরকে পবিত্র করার জন্য কঠোর সাধনা করি, যেন লোক দেখানো মনোভাব দূর হয়ে যায়। কিন্তু প্রত্যেক সময় এটি ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ পায়।'[৮৭]

মুতাররিফ ইবনে আবদুল্লাহ ﵀ এই বলে দুআ করতেন,

اللهم إني أستغفرك مما تبتُ إليك منه ثم عدتُ فيه، وأستغفرك مما جعلته لك على نفسي ثم لم أوفِ لك به، وأستغفرك مما زعمتُ أنني أردتُ به وجهك فخالط قلبي فيه ما قد علمتَ

'হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট সে সকল গোনাহ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করছি, যেগুলো হতে তাওবা করার পর আমি পুনরায় করেছি। আর আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি, সে সকল অঙ্গীকার হতে, যাতে আমি অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছি; কিন্তু তা পূরণ করতে পারিনি। আর আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি সে সকল কাজ হতে, যা আমি আপনার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করতে চেয়েছি; কিন্তু আমার অন্তর অন্য কিছুকে তাতে শরিক করেছে।'[৮৮]

মানুষের কাছে তারা ছিলেন অনুকরণীয়, তা সত্ত্বেও তারা নিজেদের প্রবৃত্তিকে দোষারোপ করার ব্যাপারে অন্যদের তুলনায় অধিক কঠোর ছিলেন।

## আমল গোপন করা :

হাসান বসরি ﵀ সালাফদের স্বীয় আমল গোপন রাখার দৃঢ় প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করে বলেন, 'একজন ব্যক্তি হয়ত সম্পূর্ণ কুরআন হিফজ করে ফেলতেন; অথচ তার পাশের মানুষটি তা জানতে পারতো না। একজন হয়ত অনেক ইলম অর্জন করতেন; অথচ সে মানুষকে তা বুঝতে দিত না। একজন

---

৮৫. তারিখুল ইসলাম : ৩/১৭৬।
৮৬. আল ইখলাস ওয়ান নিয়্যাহ : ৬৫।
৮৭. মাদারিজুস সালিকিন : ২/৯২।
৮৮. শুআবুল ইমান : ৭১৬৭-৭১৬৮; হিলইয়াতুল আউলিয়া : ২/২০৭।

লোক হয়ত বাসায় মেহমান থাকা অবস্থায় রাতে দীর্ঘ সময় সালাত আদায় করত; অথচ মেহমান তা বুঝতে পারতো না। আমি এমন লোককে দেখেছি, যারা মানুষের কাছ থেকে আমল গোপন করার কোনো সুযোগই হাতছাড়া করতো না। মুসলমানরা অন্তর দিয়ে অধিক পরিমাণে দুআ করতো; কিন্তু তাদের দুআর আওয়াজ কেউ শুনতে পেত না। তারা বিনীত স্বরে আল্লাহকে ডাকতো, যার স্বপক্ষে কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন,

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

'তোমরা বিনীতভাবে ও চুপিসারে নিজেদের প্রতিপালককে ডাকো। নিশ্চয়ই তিনি সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না।'[৮৯, ৯০]

## স্ত্রী এবং পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে আমল গোপন করা :

হাসান ইবনে আবু সিনান ﵀-এর স্ত্রী তাঁর স্বামী সম্পর্কে বলেন, 'তিনি রাতে আমার সাথে ঘুমোতে আসতেন, তারপর একজন মা তার সন্তানকে যেভাবে কৌশলে ঘুম পাড়িয়ে দেন, তিনি সেভাবে আমার সাথে ঘুমের ভান করতেন। যখন তিনি বুঝতে পারতেন যে আমি ঘুমিয়ে পড়েছি, তখন তিনি চুপিসারে বিছানা ছেড়ে উঠে যেতেন এবং পাশের রুমে গিয়ে নফল নামাজ আদায় করতেন।' একদিন আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "হে আবু আবদুল্লাহ! আপনি কেন নিজেকে (রাতে অত্যধিক নফল ইবাদত করার মাধ্যমে) এত কষ্ট দেন? নিজেকে একটু বিশ্রাম দিন।" তিনি উত্তরে বললেন, "ধিক তোমাকে! তুমি চুপ করো। আমার চিরনিদ্রার সময় ঘনিয়ে এসেছে, হতে পারে আমি এমন এক ঘুম দেব (অর্থাৎ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বো) যে, আর কখনো জাগ্রত হবো না।"'[৯১]

দাউদ ইবনে আবু হিন্দ ﵀ ৪০ বছর রোজা রেখেছেন; অথচ তাঁর পরিবারের কেউ জানত না। সকালবেলা ঘর থেকে বের হওয়ার সময় তিনি খাবার সঙ্গে করে নিতেন এবং ঘর থেকে বের হয়ে সেই খাবার সদকা করে দিতেন। আর যখন তিনি সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে আসতেন তখন তিনি পরিবারের সাথে খাবার খেতেন (ইফতার করতেন) এবং এমন অভিনয় করতেন, যেন তিনি রাতের খাবার খেতে বসেছেন।[৯২]

---

৮৯. সুরা আরাফ : ৭/৫৫।
৯০. আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক ﵀-এর আয জুহদ থেকে।
৯১. হিলইয়াতুল আউলিয়া : ৩/১১৭; সিফাতুস সাফওয়াহ : ৩/৩৩৯।
৯২. হিলইয়াতুল আউলিয়া : ৩/৯৪।

## জিহাদ চলাকালে নিজেকে আড়ালে রাখা :

জিহাদ এমন একটি ইবাদত যেখানে রিয়া প্রকাশ পেতে পারে। কারণ, যারা অস্ত্র ধারণ করে এবং যুদ্ধ করে তারা সকলেই ইখলাসের সাথে জিহাদ করে— এমনটি নিশ্চিত হয়ে বলা যায় না। এ সম্পর্কে নবি ﷺ-এর হাদিস পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে শৌর্য-বীর্য প্রদর্শনের জন্য জিহাদকারীকে জাহান্নামে নিক্ষেপের কথা বলা হয়েছে। আমাদের পূর্বসূরিরা জিহাদের সময় নিজেদেরকে আড়ালে রাখতেন। কারণ, জিহাদের সময় ইখলাস অর্জনের গুরুত্ব সম্পর্কে তারা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। এজন্য তারা এমনভাবে নিজেদের মুখমণ্ডল ঢেকে রাখতেন যে, তাদের চেনাই যেত না। জিহাদে নিজেদের পরিচয় আত্মগোপন করা সম্পর্কে দুটি ঘটনা পেশ করছি :

**প্রথম ঘটনা :**

আবদাহ ইবনে সুলাইমান ﷺ একটি সৈন্যদলের সাথে ছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক ﷺও সেই সৈন্যদলের একজন ছিলেন। সৈন্যদলটি রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিল। আবদাহ ﷺ বলেন, 'যখন যুদ্ধ শুরু হলো এবং মুসলমানরা শত্রুদের মুখোমুখি হলো, তখন রোমানদের মধ্য হতে এক লোক বেরিয়ে এসে মুসলমানদের মধ্য হতে কাউকে তার সাথে একা লড়াই করার চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিল। মুসলিম সেনাদল থেকে একজন বেরিয়ে এসে তার সাথে লড়াই করে তাকে হত্যা করে ফেললো। তারপর রোমান সেনাদল থেকে আরেকজন বের হয়ে এলো এবং সে ওই মুসলিম সেনার দিকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিল। তখন ওই মুসলিম সৈনিক তাকেও হত্যা করে ফেললো। অতঃপর তৃতীয় রোমান সৈনিক বেরিয়ে এলো এবং তারপর সেই মুসলিম সৈনিক তার সাথে মোকাবেলা করলো এবং তাকে হত্যা করলো। তারপর লোকেরা এই সাহসী মুসলিম সেনার পরিচয় জানতে সামনে এগিয়ে গেল। কিন্তু তারা দেখতে পেল, তিনি কাপড় দিয়ে তার চেহারা ঢেকে রেখেছেন।

আবদাহ ﷺ বলেন, 'যারা তার পরিচয় জানতে চেয়েছিল তাদের মধ্যে আমিও ছিলাম। তাই আমি লোকটির মুখের কাপড় ধরে টান দিলে তার চেহারা উন্মুক্ত হয়ে গেল এবং আমি দেখতে পেলাম যে, তিনি ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক।' আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক ﷺ ভৎর্সনার সুরে বললেন, 'হে আবু আমর! এমনকি তুমিও এতে অংশ নিয়ে আমার পরিচয় প্রকাশ করে দিলে!'[৯৩]

---

[৯৩]. তারিখে বাগদাদ : ১০/১৬৭।

দ্বিতীয় ঘটনা (পরিখা খননকারীদের কাহিনি) :

একদা মুসলমানদের সেনাদল শত্রুদেরকে চতুর্দিক হতে ঘেরাও করে ফেললো এবং শত্রুরা মুসলিমদের উপর তীর নিক্ষেপ করা শুরু করে মুসলিম সেনাদলকে বিপর্যস্ত করতে লাগলো। হঠাৎ মুসলিমদের মধ্য হতে একজন সৈনিক উঠে দাঁড়ালো এবং পরিখা খনন করা শুরু করলো। পরিখা খনন করে সে শত্রুদের দুর্গের ভিতরে পৌঁছতে সক্ষম হলো। শত্রুদের দুর্গের দরজার পাহারাদারকে সে হত্যা করলো এবং মুসলিম সেনাদের জন্য দরজা খুলে দিল। মুসলমানরা দুর্গে প্রবেশ করলো এবং যুদ্ধে বিজয় লাভ করলো। কিন্তু লোকটি কে ছিলেন তা কেউই জানতো না।

মাসলামাহ ﵁ ছিলেন মুসলিম সেনাদলের নেতা। তিনি লোকটির পরিচয় জানতে চাইলেন; কারণ, তিনি তাকে পুরস্কৃত করবেন। কিন্তু যখন তিনি (মাসলামাহ) লোকটির পরিচয় জানতে অসমর্থ হলেন, তখন তিনি একটি ঘোষণার মাধ্যমে আল্লাহর জন্য লোকটিকে তার নিকট আসার সনির্বন্ধ অনুরোধ করলেন। রাতে যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়লো তখন লোকটি তার কাছে আসলো এবং তাকে একটি শর্ত দিয়ে বললো যে, 'এরপর থেকে সে (মাসলামাহ) যেন তাকে আর তালাশ না করে।' মাসলামাহ ﵁ এই শর্তে রাজি হলেন। এরপর লোকটি নিজের মুখ থেকে কাপড় সরিয়ে দিলেন এবং মাসলামাহকে তার চেহারা দেখার সুযোগ করে দিলেন।

মাসলামাহ ﵁ সর্বদা একথা বলতেন, 'হে আল্লাহ! হাশরের ময়দানে পরিখা খননকারী লোকটির সাথে আপনি আমাকে মিলিত করুন।'[৯৪]

## বেদুইন ও গনিমতের মাল :

শাদ্দাদ ইবনুল হাদ ﵁ হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, 'গ্রাম থেকে এক বেদুইন রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে তাঁর উপর ইমান আনলো এবং তাঁর অনুসরণ করলো। অতঃপর বললো, "আমি আপনার সাথে হিজরত করতে চাই।" তখন নবি করিম ﷺ তাঁর সম্পর্কে কোনো সাহাবিকে অসিয়্যত করলেন। অতঃপর কোনো এক যুদ্ধে নবি ﷺ কিছু গনিমত লাভ করলেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ তা বণ্টন করে দিলেন এবং বেদুইন লোকটির জন্য একটি অংশ নির্ধারণ করলেন। লোকটি পেছনে ছিলেন বলে নবি ﷺ একজন সাহাবির নিকট তার অংশ সমর্পণ করলেন। যখন তিনি ফিরে আসলেন এবং তাঁকে যখন তার অংশ

---

[৯৪]. বুস্তানুল খতিব : ২৪।

দেওয়া হলো তখন তিনি বললেন, "এগুলো কী?" তারা বললো, "এটা হলো গনিমতের মাল থেকে তোমার অংশ; যা রাসুল ﷺ আমাদেরকে তোমার নিকট পৌঁছে দিতে বলেছেন।"

লোকটি তার গনিমতের অংশ নিয়ে রাসুল ﷺ-এর নিকট এসে বললো, "হে আল্লাহর রাসুল ﷺ! এগুলো কী?" তিনি ﷺ বললেন, "তোমার গনিমতের অংশ।" বেদুইন লোকটি বললো, "আমি এজন্য আপনার উপর ইমান আনিনি এবং আপনার অনুসরণ করিনি; বরং আমি তো আপনার অনুসরণ করেছি যাতে তীর এসে আমার এখানে আঘাত করে (এরপর তিনি নিজের গলার দিকে ইঙ্গিত করলেন) এবং আমি শহিদ হই ও জান্নাতে প্রবেশ করি। এ কথা শুনে রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তুমি যদি সত্যি (ইখলাসের সাথে) বলো, তবে আল্লাহ তাআলা তোমার ইচ্ছাকে বাস্তবে রূপান্তরিত করবেন।"

তারপর সে রাসুল ﷺ-এর দরবারে কিছু সময় অবস্থান করে শত্রুর মোকাবেলা করার জন্য যুদ্ধের ময়দানে চলে গেল। অতঃপর তাঁকে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে নিয়ে আসা হলে দেখা গেল ঠিক ওই স্থানেই তীর বিদ্ধ ছিল, যেদিকে তিনি ইঙ্গিত করেছিলেন। তখন নবি ﷺ বললেন, "এ কি সেই ব্যক্তিই"? সাহাবিগণ বললেন, "হ্যাঁ"। তিনি ﷺ বললেন, "সে আল্লাহ তাআলাকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছিল, আল্লাহ তাআলাও তাকে সত্য সাব্যস্ত করে দেখিয়ে দিয়েছেন।" অতঃপর রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁকে স্বীয় জুব্বা দ্বারা কাফন দিলেন এবং তাঁকে সম্মুখে রেখে তাঁর জানাজার নামাজ আদায় করলেন। তাঁর জানাজা নামাজে রাসুলুল্লাহ ﷺ যে দুআ পড়েছিলেন তা হলো, "হে আল্লাহ! এ ব্যক্তি তোমার বান্দা, সে তোমার রাস্তায় মুহাজির অবস্থায় বের হয়েছিল। এখন সে শাহাদাতপ্রাপ্ত হয়েছে। আমি তাঁর জন্য সাক্ষী হয়ে রইলাম।"[৯৫]

এই মহান সাক্ষ্যের তুলনায় আর কোনো সাক্ষ্য অধিক সম্মানিত, আন্তরিক আর সত্য হতে পারে, যা স্বয়ং রাসুলুল্লাহ ﷺ দিয়েছেন।

## কৃত্রিমতা ও লৌকিকতার ভয় :

আলি ইবনে আবু বুক্কার আল বসরি ﷺ ছিলেন একজন কঠোর সংযমী মনীষী।। তিনি বলেন, 'শয়তানের সাথে সাক্ষাৎ করা আমার নিকট এমন কোনও ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করা অপেক্ষা অধিক পছন্দনীয়, যাদের সামনে

---

[৯৫]. সুনানু নাসাই : ২/১৯৫৭। হাকিম নিশাপুরি হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন এবং ইমাম জাহাবি বলেন, মুসলিমের শর্তানুযায়ী হাদিসটি সহিহ।

আমাকে পরহেজগার এবং সংযমী হওয়ার অভিনয় করতে হয়। আর এর কারণে আল্লাহ তাআলা আমার উপর থেকে তাঁর রহমতের দৃষ্টি সরিয়ে নেন।'[৯৬] আমাদের সালাফরা সবসময়ই কৃত্রিমতা ও লৌকিকতাকে ভয় করতেন।

## নিজেদের ইলমকে প্রকাশ না করা :

ইবনে ফারিস ﵀ থেকে বর্ণিত, আবু হাসান আল কাত্তান ﵀ বলেছেন, 'একদা আমি চোখের রোগে আক্রান্ত হলাম। আমার মনে হয় এক সফরের সময় অত্যধিক কথা বলার শাস্তিস্বরূপ এমনটি হয়েছিল।' (তার কথা বলার মাধ্যমে তার ইলম প্রতিফলিত হয়েছিল) দেখুন তার অসুস্থতার জন্য কীভাবে সে তার অতিরিক্ত কথা বলাকে দোষারোপ করেছিল। এটা এ কারণে যে, লোকেরা তার ইলম সম্পর্কে জানতে পেরেছিল।

ইমাম আয-জাহাবি ﵀ বলেন, 'আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, তিনি সত্যই বলেছেন। সালাফরা অনেক মুখলিস ছিলেন। কিন্তু তারপরও তারা বেশি কথা বলতে ও নিজেদের ইলম ও দ্বীনদারি প্রকাশ করতে ভয় পেতেন। অপরদিকে বর্তমান সময়ের লোকেরা সীমিত ইলম ও জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও মাত্রাতিরিক্ত কথা বলে। আর সাধারণত তারা তেমন ইখলাসওয়ালাও হয় না। তবে আল্লাহ তাআলা তাদের সত্যিকার অবস্থা ও অজ্ঞতাকে প্রকাশ করে দেন। প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং কৃত্রিমতা অবলম্বন করে।[৯৭]

## অশ্রুকে গোপন করা :

হাম্মাদ ইবনে জায়েদ ﵀ বলেন, 'কোনো হাদিস বর্ণনা করার সময় আইয়ুব ﵀-এর অন্তর নরম হয়ে যেত এবং তার চোখ থেকে অশ্রু ঝরতো। তখন সে তার নাক ঝাড়তো আর বলতো, "ইশ কি সর্দি!" অর্থাৎ নিজের চোখের পানিকে গোপন করার জন্য ঠাণ্ডা বা সর্দির ভান করতো।'[৯৮]

হাসান বসরি ﵀ বলেন, 'এমন এমন লোক ছিল, মজলিসে বসা অবস্থায় যাদের কান্না চলে আসতো এবং তারা নিজেদেরকে সামলানোর চেষ্টা করতো। কিন্তু তারপরও যখন তারা নিজেকে সামলাতে পারবে না এমন আশঙ্কা করতো, তখন তারা মজলিস থেকে উঠে যেত।'[৯৯]

---

৯৬. হিলইয়াতুল আউলিয়া : ৮/২৭০।
৯৭. সিয়ারু আলামিন নুবালা : ১৫/৪৬৪-৪৬৫।
৯৮. সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৬/২০, মুসনাদ ইবনুল যাদ : ১২৪৬।
৯৯. ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল এর আয জুহদ : ২৬২।

মুহাম্মাদ ইবনে ওয়াসি ﷺ বলেন, 'এমনও লোক ছিল, যে আল্লাহর ভয়ে ২০ বছর যাবৎ চোখের পানি ফেলত; অথচ তার স্ত্রী তার পাশে থাকা সত্ত্বেও বুঝতে পারত না।' তিনি আরও বলেন, 'আমি এমন লোক সম্বন্ধে জানি, যারা তাদের স্ত্রীর পাশের বালিশেই মাথা রাখত এবং তাদের চোখের পানিতে তাদের বালিশও ভিজে যেত; কিন্তু তাদের স্ত্রী এই সম্পর্কে কিছুই জানত না। আর এমন কিছু লোকের সাথেও আমার সাক্ষাৎ হয়েছে, যারা নামাজে সবার সাথে একই কাতারে দাঁড়াতো আর অঝোরে চোখের পানি ফেলত; অথচ তার পাশের লোক তা বুঝতে পারত না।'[১০০]

## ইমাম আল মাওয়ারদি ﷺ ও তাঁর কিতাব লেখার ঘটনা :

কিতাব লেখার ক্ষেত্রে ইমাম আল-মাওয়ারদির ইখলাসপূর্ণ একটি আশ্চর্য ঘটনা বর্ণিত আছে। তিনি তাফসির, ফিকহ ও অন্যান্য বিষয়ে অনেক কিতাব রচনা করেছেন। যদিও তাঁর কোনো বই তাঁর জীবদ্দশায় আলোর মুখ দেখেনি। তিনি এসব কিতাব লিখেছেন এবং সেগুলোকে গোপন এক জায়গায় লুকিয়ে রেখেছেন। জায়গাটির কথা আর কেউ জানতো না। অতঃপর তিনি যখন মৃত্যুশয্যায় উপনীত হলেন, তখন তাঁর বিশ্বস্ত একজনকে বললেন, 'আমার লিখিত কিতাবগুলো অমুক অমুক জায়গায় রয়েছে। আর আমি কিতাবগুলোকে আমার জীবদ্দশায় প্রকাশ করিনি এ কারণে যে, আমি আমার নিয়তকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য খালেস করতে পারিনি। যখন তুমি আমাকে মৃত্যুর মুখোমুখি হতে দেখবে, তখন তোমার হাত আমার হাতের উপর রাখবে। আমি যদি তোমার হাত চেপে ধরি, তাহলে বুঝতে পারবে আমার কোনো আমলই আল্লাহর দরবারে কবুল হয়নি। তখন তুমি আমার লেখা সকল কিতাব সাথে করে নিয়ে যাবে এবং টাইগ্রিস (দজলা) নদীতে ছুড়ে ফেলবে। আর যদি আমার হাত প্রশস্ত হয়, তাহলে বুঝতে পারবে আমার আমল আল্লাহর দরবারে কবুল হয়েছে। আর আমি আল্লাহ তাআলার নিকট যা আশা করেছিলাম তা পেয়ে গিয়েছি।'

লোকটি বললো, 'যখন তাঁর মৃত্যু ঘনিয়ে এলো, আমি আমার হাত তাঁর হাতের উপর রাখলাম। তিনি তাঁর হাত প্রশস্ত করলেন; অর্থাৎ, আমার হাত চেপে ধরলেন না। সুতরাং আমি এটাকে তাঁর আমল কবুল হওয়ার ইশারা হিসেবে গ্রহণ করলাম এবং তাঁর কিতাবসমূহকে প্রকাশ করলাম।'[১০১]

---

১০০. হিলয়াতুল আউলিয়া : ২/৩৪৭।

১০১. সিয়ারু আলামিন নুবালা : ১৮/৬৬; তারিখুল ইসলাম : ৭/১৬৯।

বর্তমান সময়ের লেখকরা যেভাবে নিজেদের বইয়ের ভূমিকা বিখ্যাত কাউকে লিখে দিতে বলেন, তাদের সম্পর্কে প্রশংসাসূচক কিছু বলতে বলেন এবং গ্রন্থস্বত্ব নিয়ে অনেক বেশি আগ্রহ প্রকাশ করেন, তিনি এমনটি করেননি। এর বিপরীতে ইমাম আল মাওয়ারদি তাঁর নিয়ত পর্যবেক্ষণের দিকে অধিক মনোযোগ দিয়েছিলেন। তিনি আশঙ্কা করেছিলেন যে, তাঁর নিয়ত খালেস নয়। এজন্য তিনি কিতাব প্রকাশ করা হতে বিরত ছিলেন।

## জয়নুল আবেদিন আলি ইবনে হুসাইন ﵀ রাতে সদকা করার গল্প :

জয়নুল আবেদিন আলি ইবনে হুসাইন ﵀ সাধারণত রাতে তাঁর পিঠে রুটির বস্তা বহন করে মিসকিনদের মাঝে তা বণ্টন করতেন। তিনি বলতেন, 'রাতের অন্ধকারে সদকা করা আল্লাহর ক্রোধকে দূর করে দেয়।'

মদিনায় এমন অনেক লোক ছিল, যাদের বাড়ির সামনে রাতের বেলা তাদের খাবার পৌঁছে দেওয়া হত। অথচ তারা জানত না কে বা কারা তাদের নিকট খাবার পৌঁছে দিয়েছে! জয়নুল আবেদিন আলি ইবনে হুসাইন ইনতেকালের পর লোকেরা আর তাদের বাড়ির সামনে খাবার পেত না। এর ফলে লোকেরা বুঝতে পারলো যে, জয়নুল আবেদিন আলি ইবনে হুসাইন ﵀ রাতের বেলা তাদের খাবার পৌঁছে দিতেন। বিশেষ করে তাঁর লাশকে গোসল দেওয়ার সময় লোকেরা তাঁর পিঠে আটার বস্তা বহন করার দাগ দেখতে পেয়েছিল। তিনি একশত পরিবারের নিকট খাবার পৌঁছে দিতেন।[১০২]

আল্লাহওয়ালা লোকদের ইখলাসের বহিঃপ্রকাশ পাওয়া যায় এমন আরও অনেক গল্প আছে। তাঁরা এসব বিষয় গোপন রাখতে চাইলেও তাঁদের মৃত্যুর পর আল্লাহ তাআলা তা প্রকাশ করে দেন, যেন তা উম্মতের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ হয়ে থাকে। আর যারা তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তারা যেন পুরস্কার লাভ করতে পারে। মহিমান্বিত আল্লাহ বলেন,

وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

'এবং আমাদেরকে মুত্তাকিদের ইমাম বানিয়ে দাও।'[১০৩]

তিনি আরও বলেন,

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ ۖ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ

---

১০২. তারিখে দিমাশক : ৪১/৩৮৩-৩৮৪; তাহজিবুল কামাল : ২০/৩৯২।

১০৩. সুরা ফুরকান : ২৫/৭৪।

'আমি তাদেরকে করেছিলাম নেতা, যারা আমার হুকুমে মানুষকে পথ দেখাত। আমি অহির মাধ্যমে তাদেরকে সৎ কর্ম করতে, সালাত কায়েম করতে ও জাকাত আদায় করতে নির্দেশ দিয়েছিলাম। তারা আমারই ইবাদতগোজার ছিল।'[১০৪]

# ইখলাসের আলামত

উলামায়ে কেরাম কতিপয় আলামতের কথা উল্লেখ করেছেন, যেগুলো ব্যক্তির ইখলাসকে প্রতিফলিত করে। যেমন :

## নিজেকে জাহির করার আকাঙ্ক্ষা না করা :

ইবরাহিম ইবনে আদম ﵀ বলেন, 'যে বান্দা বিখ্যাত ও সুপরিচিত হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে, নিজেকে জাহির করার আকাঙ্ক্ষা রাখে, সে মুখলিস বান্দা নয়।'[১০৫]

## প্রশংসা কুড়ানোর ইচ্ছা পোষণ না করা :

অনেক আলিম বলেছেন, 'মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করার সময় বা বয়ান করার সময় একজন আলিমের অবশ্যই খালেস নিয়ত থাকতে হবে। বয়ান করার সময় যখন সে নিজে খুশি হবে; অর্থাৎ, তার নফস তৃপ্তি পাবে, তখন তার উচিত বয়ান বন্ধ করে দেওয়া এবং নীরবতা অবলম্বন করা। আর নীরবতা যদি তার নফসকে তৃপ্ত করে, তবে তার উচিত হবে বয়ান চালিয়ে যাওয়া। তিনি কখনোই বেহিসাবি কোনো কাজ করবেন না। কারণ, মানুষ সাধারণত প্রশংসা কুড়াতে এবং সুপরিচিতি লাভ করতে পছন্দ করে।'

উপরের বৈশিষ্ট্যগুলো ছাড়াও ইখলাসের আরও কিছু আলামত রয়েছে :

- ইসলামের জন্য কাজ করার ক্ষেত্রে নিরলস ও নিবেদিতপ্রাণ হওয়া।
- আল্লাহ তাআলার জন্য ও তাঁর মনোনীত দ্বীন ইসলামের জন্য নিঃস্বার্থভাবে কাজ করা এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও নিকট কোনো প্রতিদানের আশা না করা।

---

১০৪. সূরা আম্বিয়া : ২১/৭৩।
১০৫. হিলয়াতুল আউলিয়া : ২/৩১।

✡ নেক আমলে প্রতিযোগিতা করা।
✡ ধৈর্য ধারণ করা ও কোনোরূপ অভিযোগ না করা। সর্বাবস্থায় আল্লাহর শোকর আদায় করা।
✡ গোপনে আমল করা এবং আমলকে গোপন রাখতে পছন্দ করা।
✡ লোকচক্ষুর আড়ালে কোনো আমল করলেও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তা নিখুঁতভাবে পালনের চেষ্টা করা।
✡ প্রকাশ্যে আমল করার চেয়ে গোপনে অধিক আমল করা।

এসব হলো একজন বান্দার মধ্যে ইখলাস থাকার আলামত। তবে একজনকে অবশ্যই সাবধান থাকতে হবে, যেন সে নিজেকে মুখলিস মনে না করে। কারণ, যেই মুহূর্ত থেকে একজন বান্দা নিজেকে ইখলাসওয়ালা মনে করা শুরু করে, তখন থেকে তার নিজের নিয়তকে খালেস করা জরুরি হয়ে যায়। কেননা, নিজেকে মুখলিস মনে করা প্রকৃতপক্ষে ইখলাস হারিয়ে ফেলার নামান্তর। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদেরকে তাঁর মুখলিস বান্দা হিসেবে কবুল করেন ও আমাদের অন্তর পবিত্র করেন এবং আমলসমূহকে রিয়া ও নিফাক থেকে হেফাজত করেন।

# ইখলাস সম্পর্কিত কতিপয় বিষয়সমূহ

## কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে আমল প্রকাশ করা অনুমোদিত :

আমাদের সালাফদের নিজেদের আমলসমূহ গোপন করার প্রতি সচেষ্ট থাকার বিষয়টি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইখলাসের আলামতসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো গোপনে আমল করা। তারপরও কখনো কখনো প্রকাশ্যে আমল করা গোপনে আমল করার চেয়ে উত্তম।

আল্লামা ইবনে কুদামাহ ﵀ তাঁর বইয়ের *'ইচ্ছাকৃতভাবে ইবাদতকে প্রকাশ করার বৈধতা'* নামক পরিচ্ছেদে লিখেছেন, 'আমল প্রকাশ করার কিছু উপকারিতা রয়েছে। তা হলো, অন্যকে অনুরূপ আমল করতে উৎসাহিত করা এবং নিজেও অনুরূপ আমল করা। এমন কিছু আমলও আছে যা কোনও বান্দার পক্ষে গোপনে করা সম্ভব নয়। যেমন : হজ, জিহাদ। যিনি প্রকাশ্যে আমল করবেন তাকে অবশ্যই তার অন্তরের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে—যাতে অন্তরে কোনো লোক দেখানো মনোভাব না থাকে। সে শুধু প্রকাশ্যে আমল

করবে এই নিয়তে যে, লোকেরা যেন তার অনুকরণ করে এবং অনুরূপ আমল করে।'

তিনি আরও বলেন, 'একজন দুর্বল ইমানের লোক যিনি নিজেকে রিয়া তথা লোক দেখানো মনোভাব থেকে রক্ষা করতে পারবেন না, এ ধরনের ব্যক্তির আত্মপ্রতারিত হওয়া উচিত নয়।'

একজন দুর্বল ইমানের লোক; যে তার আমল প্রকাশ করে তার উদাহরণ হলো ওই ব্যক্তির মত, যে নিজে সাঁতার জানে না, অথচ যখন কাউকে ডুবে যেতে দেখে তখন তার করুণা হয় এবং তাদের বাঁচাতে পানিতে ঝাঁপ দেয়। অবশেষে অবস্থা এমন হয় যে, তারা সবাই পানিতে ডুবে মৃত্যুবরণ করে।[১০৬]

বিষয়টিকে আরও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য আমরা বলতে পারি আমলকে প্রকাশ করা ও গোপন রাখা বিভিন্ন অবস্থার উপর নির্ভর করে।

**প্রথম অবস্থা :**
কিছু আমল এমন আছে যেগুলোকে গোপন রাখা সুন্নাত। একজন বান্দার উচিত সেসব আমলকে গোপন রাখা। যেমন : কিয়ামুল লাইল, নামাজের একাগ্রতা, স্বামী-স্ত্রীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ইত্যাদি।

**দ্বিতীয় অবস্থা :**
কিছু আমল এমন আছে, যেগুলোকে প্রকাশ করা সুন্নাত। একজন বান্দার উচিত সেসব আমলকে প্রকাশ করা। যেমন : জামাআতের সাথে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা, জুমুআর নামাজ আদায় করা ইত্যাদি।

**তৃতীয় অবস্থা :**
কিছু আমল এমন আছে যেগুলো গোপনে বা প্রকাশ্যে উভয় অবস্থাতেই করা অনুমোদিত। এ ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি আমল প্রকাশ করার ব্যাপারে রিয়ার আশঙ্কা করে, সে গোপনে আমল করবে। আর যে ব্যক্তি রিয়ার আশঙ্কা করে না, সে প্রকাশ্যে আমল করবে; যেন মানুষ তার অনুকরণ করে আমল করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ দান-সদকা করা।

কেউ যদি আশঙ্কা করে প্রকাশ্যে দান-সদকা করলে তার অন্তরে রিয়া তথা নিজেকে জাহির করার ইচ্ছা জাগবে, তাহলে সে গোপনে সদকা করবে। অপরদিকে কেউ যদি এমন ধারণা করে যে, প্রকাশ্যে দান করলে লোকেরা

---

[১০৬] মুখতাসার মিনহাজুল কাসিদিন : ২২৩-২২৪।

তার অনুকরণ করবে এবং অনুরূপ দান করবে এবং তার অন্তর রিয়ার অনুভূতি প্রতিহত করতে পারবে, তাহলে সে প্রকাশ্যে দান করবে।

আলোচ্য ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আরেকটি উদাহরণ হলো, একজন আলিম মসজিদে সকল মুসল্লির সামনে নফল নামাজ আদায় করলে মুসল্লিরা নামাজ আদায়ের পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারবে। বর্ণিত আছে, সালাফদের অনেকেই জনসম্মুখে প্রকাশ্যে আমল করতেন—যাতে মানুষ তাদের অনুকরণ করে। সালাফদের একজন তার মৃত্যুর প্রাক্কালে তার স্ত্রীকে বলেছিলেন, 'আমি চলে যাচ্ছি বলে দুঃখ পাবে না। কারণ, আমি মুসলমান হওয়ার পর থেকে কখনো কোনো খারাপ কথা বলিনি।'

আবু বাকর ইবনে আইয়াশ ﵀ তাঁর পুত্রকে বলেন, 'হে আমার ছেলে! এ ঘরে আল্লাহর নাফরমানি করা থেকে বিরত থাকো। কেননা, এ ঘরের মধ্যে আমি ১২ হাজার বার কুরআন মাজিদ খতম করেছি।'[১০৭]

## একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে পাঠকদের অবগত করা উচিত :

কিছু লোক আছে যারা মানুষকে সব আমল গোপনে করতে বলে। অর্থাৎ, প্রকাশ্যে কোনো আমল করা উচিত নয়—এমন ধারণা প্রচার করে বেড়ায়। বাস্তবে এটা এমন একটা খারাপ অভিমত, যার লক্ষ্য হলো ইসলামকে ধ্বংস করা। মুনাফিকরা যখন কোনও ব্যক্তিকে অধিক পরিমাণে সদকা করতে দেখে, তখন তারা বলে—লোকটি মানুষকে দেখানোর জন্য দান-সদকা করছে। আর যদি কোনও ব্যক্তি পরিমাণে অল্প দান করে, তাহলে তারা বলে; আল্লাহ তাআলার এত অল্প পরিমাণ দানের কোনো প্রয়োজন নেই। আসলে এসব কথার দ্বারা তাদের মূল উদ্দেশ্য হলো, প্রকাশ্যে কোনো ভালো কাজ করার পথকে বন্ধ করে দেওয়া। যাতে কোনও মানুষ নেককার লোকদের অনুকরণ ও পদাঙ্ক অনুসরণ করতে না পারে। এ কারণেই দেখা যায়, যখন কোনও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি প্রকাশ্যে আমল করে, তখন মুনাফিক ব্যক্তি নানাভাবে তার ক্ষতি করে। এরকম পরিস্থিতিতে ধৈর্য সহকারে মুনাফিকদের জুলুম সহ্য করতে হবে এবং তাদের অপবাদ ও জুলুমের প্রতি কোনো প্রকার ভ্রূক্ষেপ করা যাবে না। নিশ্চিত থাকুন, সে অবশ্যই মহান গুণের অধিকারী।

---

১০৭. মিনহাজুল কাসিদিন : ২২৪।

# রিয়ার আশঙ্কায় আমল ছেড়ে দেওয়া

ফুজাইল ইবনে ইয়াদ ﵀ বলেন, 'মানুষের কারণে আমল ছেড়ে দেওয়া এবং মানুষের জন্য আমল করা উভয়ই হলো রিয়ার ভিন্ন ভিন্ন রূপ। আর উভয় অবস্থা থেকে আল্লাহর হেফাজতে থাকার নাম হলো ইখলাস।'[১০৮]

ইমাম নববি ﵀ বলেন, 'যে ব্যক্তি কোনো ইবাদত করার দৃঢ় সংকল্প করার পর লোকে দেখবে এই আশঙ্কায় ইবাদত ছেড়ে দিল, তাহলে সে রিয়া করলো।'

এটা হলো তাদের ক্ষেত্রে যারা সম্পূর্ণরূপে আমল করা ছেড়ে দেয়। তথাপি যদি কেউ মানুষের সামনে আমল করা ছেড়ে দেয়; কিন্তু গোপনে আমল করে—তাতে কোনো অসুবিধা নেই।

যেসব বিষয় এর অন্তর্ভুক্ত, তার মধ্যে রয়েছে—যখন কোনও জাহেল বা মূর্খ ব্যক্তি লোক দেখানো মনোভাব দূর করার জন্য দাঁড়ি কেটে ফেলে বা শেভ করে। তারা দাবি করে যে, দাঁড়ি হলো মানুষের তাকওয়া ও ইমান বহিঃপ্রকাশের মাধ্যম। তাই দাঁড়ি রাখা হলো রিয়া। এ ধরনের মতবাদ রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর হাদিসের সুস্পষ্ট বিরোধিতা। যেখানে হাদিসে নবিজি ﷺ নিজেই আমাদেরকে দাঁড়ি লম্বা করার নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং এসব স্পষ্টত অজ্ঞতা। অতএব, রিয়ার আশঙ্কায় দাঁড়ি মুণ্ডন করার কোনো অবকাশ নেই।

## রিয়া ও শিরকের পার্থক্য :

রিয়া ও শিরক করার মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। রিয়া হলো আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য শরয়ি কোনো আমল করা। অপরদিকে শিরক হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য শরয়ি কোনো আমল করা; কিন্তু সেই আমলে আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরিক করা।

রিয়া ও শিরক—এ দুটি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে শরয়ি আমলসমূহকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায় :

**প্রথম প্রকার :**
আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য খালেসভাবে কোনো আমল করা এবং অন্য কোনো কিছুর প্রতি মনোনিবেশ না করা। এটা হলো সর্বোচ্চ ও সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদাসম্পন্ন আমল।

---

১০৮. শুআবুল ইমান : ৬৮৭৯। সাইদ জাগলুল তাহকিককৃত।

**দ্বিতীয় প্রকার :**

আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কোনো আমল করা এবং অন্য কোনো অনুমোদিত বিষয়ের প্রতি মনোনিবেশ করা। বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ পেশ করা হলো :

- আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে সাওম পালন করা এবং তার সাথে নিজ দেহের প্রতি যত্নবান হওয়া।
- আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে হজ পালন করা এবং একই সাথে ব্যবসার নিয়ত করা।
- জামাআতের সাথে সালাত আদায়ের জন্য মসজিদে যাওয়া এবং তার সাথে শরীরচর্চার নিয়ত করা।

আমলের সাথে উপরে উল্লিখিত বিষয়গুলোর নিয়ত করলে আমল নষ্ট হয় না, তবে সওয়াব কমে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাই শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে কৃত আমল হলো সর্বোত্তম আমল।

**তৃতীয় প্রকার :**

আল্লাহর জন্য শরয়ি কোনো আমল করা; কিন্তু তার সাথে এমন কোনো কিছুর নিয়ত করা—যা শরিয়তে অবৈধ। এ ধরনের আমলকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায় :

- কোনও ব্যক্তির মনে আমল শুরু করার পূর্বেই যদি এ ধরনের চিন্তা আসে এবং সে এই উদ্দেশ্যেই আমল করে, তাহলে তার আমল কলুষিত ও বরবাদ হয়ে যাবে। যেমন, কোনো ব্যক্তির লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে নফল নামাজ আদায় করা।
- কোনও ব্যক্তি আমল শুরু করার পর যদি তার মনে এ ধরনের চিন্তা আসে এবং সে এ ধরনের চিন্তাকে প্রতিহত করার চেষ্টা করে। যেমন, কোনও ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে কোনো আমল শুরু করে, তারপর অনুভব করে যে কেউ তাকে লক্ষ করছে এবং তার ফলে সে খুশি হয় ও মানুষের প্রশংসা লাভের আকাঙ্ক্ষা করে। তবুও যদি সে নামাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত তার এ ধরনের অনুভূতি আর আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিহত করতে চেষ্টা করে, তাহলে তার আমল বিশুদ্ধ হবে এবং এ ধরনের অনুভূতি আর আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য তাকে পুরস্কৃত করা হবে।
- কোনও ব্যক্তি আমল শুরু করার পর যদি তার মনে এ ধরনের চিন্তা আসে এবং সে এ ধরনের চিন্তাকে প্রতিহত করার কোনোরূপ চেষ্টা না করে, তাহলে তার আমল কলুষিত ও বরবাদ হয়ে যাবে।

**চতুর্থ প্রকার :**

সওয়াব বা পুরস্কারের নিয়ত ব্যতীত অন্য কোনো অনুমোদিত উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য আমল করা। যেমন, কোনও ব্যক্তি তার স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য সিয়াম পালন করে, অথবা গনিমতের মাল অর্জনের জন্য জিহাদ করে; এ ধরনের উদ্দেশ্যে আমল করলে ওই ব্যক্তির আমল গ্রহণযোগ্য হবে না।

মহিমান্বিত আল্লাহ তাআলা বলেন,

جَهَنَّمَ لَهُ جَعَلْنَا ثُمَّ نُرِيدُ لِمَنْ نَشَاءُ مَا فِيهَا لَهُ عَجَّلْنَا الْعَاجِلَةَ يُرِيدُ كَانَ مَنْ مَدْحُورًا مَذْمُومًا يَصْلَاهَا

'কেউ দুনিয়ার নগদ লাভ কামনা করলে আমি যাকে ইচ্ছা, যতটুকু ইচ্ছা, এখানেই তাকে তা নগদ দিয়ে দিই। তারপর আমি তার জন্য জাহান্নাম রেখে দিয়েছি, যাতে সে লাঞ্ছিত ও বিতাড়িতরূপে প্রবেশ করবে।'[১০৯]

**পঞ্চম প্রকার :**

আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের প্রতি কোনো ভ্রূক্ষেপ না করে শরয়ি কোনো আমল করা এবং তার সাথে এমন কোনো কিছুর নিয়ত করা, যা শরিয়তে অবৈধ। যেমন, কোনও ব্যক্তির লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে নামাজ আদায় করা। এটা হলো নিকৃষ্টতম আমল। আর যে ব্যক্তি এমন আমল করে, তার আমল বরবাদ হয়ে যাবে এবং সে গোনাহগার হবে।

## রিয়া পরিহার করার জন্য মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া :

অনেক মুসলমান মনে করে বা দাবি করে যে, ইসলামি শরিয়তে রিয়া পরিহার করার জন্য মিথ্যা কথা বলা অনুমোদিত। এটি চরম ভুল একটি ধারণা ও অন্যায় কাজ। কারণ, মিথ্যা বলা কোনও মুসলমানের চরিত্র হতে পারে না।

যেমন, কোনও ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে কোনো মসজিদ বা মাদরাসা নির্মাণ করলো। এরপর যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো—কে এই মসজিদ বা মাদরাসা নির্মাণ করেছে; সে বললো যে, অমুক এবং অমুক ব্যক্তি (অন্য কারও নাম বললো) মসজিদ বা মাদরাসা নির্মাণ করেছে। অর্থাৎ, সে লোক দেখানো মনোভাব দূর করার জন্য সরাসরি মিথ্যা বললো। এ ক্ষেত্রে সরাসরি মিথ্যা না বলে হেকমত অবলম্বন করা যেতে পারে। যেমন, সে বললো যে, একজন মুসলিম ভাইয়ের টাকা দিয়ে মসজিদ বা মাদরাসা নির্মাণ করা হয়েছে।

---

[১০৯]. সুরা বনি ইসরাইল : ১৭/১৮।

## কোন্ কোন্ বিষয় রিয়ার অন্তর্ভুক্ত নয়

কিছু বিষয় এমন আছে মানুষ যেগুলোকে রিয়া মনে করে; কিন্তু বাস্তবে সেগুলো রিয়ার অন্তর্ভুক্ত নয় :

- কোনও ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষা না থাকা সত্ত্বেও কেউ যদি তার কোনো ভালো কাজের বা কোনো গুণাবলির প্রশংসা করে, তাহলে এটি রিয়া নয়। বরঞ্চ এটি মুমিনদের জন্য সুসংবাদস্বরূপ—যা তারা এই দুনিয়াতে পেয়ে থাকে।
- খ্যাতি অর্জনের আকাঙ্ক্ষা না থাকা সত্ত্বেও বিখ্যাত হওয়া। যেমন, একজন আলিম যিনি মানুষকে দ্বীন শিক্ষা দান, দীনি বিষয়ে তালিম এবং বিভিন্ন মাসআলা-মাসায়েল প্রদান করার মাধ্যমে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। রিয়ার আশঙ্কায় তার (আলিমের) সাধারণ মানুষদের শিক্ষা দেওয়া হতে বিরত থাকা উচিত নয়। বরং তার করণীয় হলো অন্তরে রিয়ার অনুভূতি যেন প্রবেশ না করে সেজন্য মুজাহাদা (সংগ্রাম) করা এবং দ্বীন শিক্ষার কাজ চালিয়ে যাওয়া।
- একজন ব্যক্তি অপর একজনকে একাগ্রতার সাথে মহিমান্বিত আল্লাহ তাআলার ইবাদত করতে দেখলো এবং এরপর সে উদ্যমী হয়ে সেই মুখলিস বান্দার মত ইবাদত করতে শুরু করলে তা রিয়ার অন্তর্ভুক্ত নয়। আর যদি সে কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় ইবাদত করে, তাহলে সে সওয়াব লাভ করবে।
- সুন্দর কাপড় বা জুতা পরিধান করা, উন্নতমানের খুশবু বা আতর ব্যবহার করা ইত্যাদি রিয়ার অন্তর্ভুক্ত নয়।
- গোনাহকে গোপন করা এবং নিজের গোনাহ সম্পর্কে কারও সাথে আলোচনা না করা রিয়ার অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং মুসলিম হিসেবে আমাদের প্রতি শরিয়তের নির্দেশনা হলো, নিজেদের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখা। অনেকে ধারণা করে যে, ইখলাস অর্জন করতে হলে অপরকে নিজের গোনাহ সম্পর্কে অবহিত করা আবশ্যক। এটা স্পষ্টত ভুল ধারণা এবং শয়তানের ধোকা। কারণ, গোনাহের কথা অন্যকে জানানো মূলত মুমিনদের মাঝে অন্যায় প্রচার করার নামান্তর।

# পরিশিষ্ট

প্রিয় মুসলিম ভাই, উম্মতে মুসলিমাহর (মুসলিম জাতির) বর্তমান অবস্থা সংকটপূর্ণ। মুসলমান হিসেবে আমাদের কর্তব্য হলো, নিজেদের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করা এবং ইখলাসের সাথে আমাদের পরিস্থিতির সংশোধন ও তা থেকে পরিত্রাণের চেষ্টা করা।

সাম্প্রতিক সময়ে অনেক ইসলামিক সংস্থা (দাওয়াতি ও সেবামূলক সংস্থা) গড়ে উঠলেও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের ইখলাসের অভাবে অনেক সংস্থা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এসব সংস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের ইচ্ছা ছিল লোক দেখানো, মানুষের প্রশংসা কুড়ানো ও দুনিয়াবি স্বার্থ হাসিল করা। ফলস্বরূপ তারা এমন সব হীন কাজে জড়িত হয়ে গিয়েছে যে, সংস্থাগুলো মুখ থুবড়ে পড়েছে।

ইখলাস অর্জনের জন্য ব্যক্তি হিসেবে আমাদের কঠোর সাধনার প্রয়োজন। কিন্তু সমস্যা হলো অনেকে ইখলাস অর্জনের জন্য নানা পথ অন্বেষণ করে; অথচ তারা ইখলাসের হকিকত সম্পর্কে ওয়াকিবহাল না।

আমরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদেরকে ইখলাস দান করেন এবং তাঁর দ্বীনের উপর আমাদের অন্তরকে দৃঢ় রাখেন। আমরা তাঁর নিকট আরও প্রার্থনা করি, তিনি যেন মুসলিম উম্মাহর মাঝে তাঁর একান্ত খালেস বান্দা প্রেরণ করেন—যারা বর্তমান পরিস্থিতির সংশোধন ও পরিত্রাণের জন্য হবে নিবেদিতপ্রাণ।

# অনুশীলনী

আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে দুই ধরনের প্রশ্ন উল্লেখ করা হলো : প্রথম প্রকারের প্রশ্ন হলো যেগুলোর উত্তর তৎক্ষণাৎ দেওয়া যায় এবং দ্বিতীয় প্রকারের প্রশ্ন হলো, যেগুলোর উত্তর গবেষণা ও চিন্তা-ভাবনা করে দিতে হয়।

**প্রথম প্রকারের প্রশ্ন :**

১. নিয়ত ও ইখলাসের মধ্যে পার্থক্য কী?

২. ইবাদতের সময় ইখলাস ও সততার মধ্যে একটি পার্থক্য উল্লেখ করো।

৩. নিম্নোক্ত হাদিসটি কেন সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হাদিসসমূহের মধ্যে অন্যতম? إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى অর্থাৎ 'প্রত্যেক কাজ নিয়তের সাথে সম্পর্কিত। আর মানুষ তার নিয়ত অনুযায়ী ফল পাবে।'

৪. অনেক মানুষ যারা জামাআতের সাথে নামাজ আদায় করে না, তাদেরকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়; কেন তারা মসজিদে নামাজ আদায় করে না? তখন তারা বলে, 'আমি মসজিদে গিয়ে নামাজ আদায় করতে পছন্দ করি না।' এ বক্তব্য সম্পর্কে তোমার অভিমত কী? সে যা দাবি করছে তা কি সত্য?

৫. ইখলাসের তিনটি উপকারিতা ও ইখলাস না থাকার তিনটি ক্ষতিকর দিক উল্লেখ করো।

৬. ইখলাসের চারটি আলামত কী কী?

৭. এমন দুটি আমলের কথা উল্লেখ করো, যেসব আমল করার সময় রাসুলুল্লাহ ﷺ ইখলাস অবলম্বনের প্রতি উৎসাহিত করেছেন এবং এর সমর্থনে বর্ণিত হাদিসটি উল্লেখ করো।

৮. ছোট শিরক কী?

৯. ইখলাসপূর্ণ ও বিশুদ্ধরূপে সম্পাদিত আমল হলো সর্বোত্তম আমল—এ বক্তব্যটি ব্যাখ্যা করো।

১০. নিম্নোক্ত বক্তব্যটি ব্যাখ্যা করো : 'অনেক ছোট আমল আছে, যা খালেস নিয়তের কারণে বড় হয়ে যায়। আবার অনেক বড় আমল আছে, যা খালেস নিয়তের অভাবে ছোট হয়ে যায়।'

দ্বিতীয় প্রকারের প্রশ্ন :

১. ইখলাস শব্দটিকে তাওহিদ তথা একত্ববাদের প্রতিশব্দ বলা হয় কেন?

২. إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى অর্থাৎ 'প্রত্যেক কাজ নিয়তের সাথে সম্পর্কিত। আর মানুষ তার নিয়ত অনুযায়ী ফল পাবে।' হাদিসটিকে অনেক আলিম দ্বীনের এক-চতুর্থাংশ হিসেবে বিবেচনা করেন কেন?

৩. এমন কয়েকজন আলিমের নাম বলো, যারা আত্মশুদ্ধির বিষয়ে গভীর মনোযোগ দিতেন।

৪. বর্তমান সময়ে ঘটে এমন কিছু লোক দেখানো আমল ও তার চিকিৎসা পদ্ধতি উল্লেখ করো।

৫. উদাহরণ দাও (বইয়ে উল্লিখিত উদাহরণসমূহ ছাড়া), নিয়তের বদৌলতে একজন কীভাবে তার নিত্যনৈমিত্তিক কাজসমূহকে ইবাদতে পরিণত করতে পারে।

৬. 'আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দাদের নিকট দীর্ঘ সময় ইবাদত ও আমল করার চেয়ে নিয়তকে দূষিত হওয়া হতে পবিত্র রাখা কঠিন'—বক্তব্যটি ব্যাখ্যা করো।

৭. একজন ব্যক্তি লোক দেখানো মনোভাব দূর করার জন্য তার আমল গোপন করা শুরু করলো। এর ফলে সে মসজিদে যাওয়া বন্ধ করে দিল—যাতে মানুষ একথা না বলে যে, সে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জামাআতের সাথে আদায় করে। তার এমন আচরণ সম্পর্কে তোমার মতামত কী?

৮. তোমার জীবনে প্রভাব ফেলেছে এমন একটি ইখলাসের ঘটনা বর্ণনা করো (যা এই বইয়ে নেই)।

৯. বান্দার ইখলাস অর্জনের জন্য কোন্ কোন্ বিষয় সহায়ক ভূমিকা পালন করে?

১০. সুরা ইখলাসকে এই নাম দেওয়া হয়েছে কেন?

# অনুবাদক পরিচিতি

নাম জোজন আরিফ।

জন্ম ১৯৯৩ সালের মে মাসে, ঢাকায়। শিক্ষাজীবনের দীর্ঘ একটা সময় কেটেছে বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজে (সাবেক 'বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ রাইফেলস পাবলিক স্কুল এ্যান্ড কলেজ')। কেজি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত সেখানে অধ্যয়নরত ছিলেন। ৫ম শ্রেণিতে বৃত্তি পাওয়ার কৃতিত্ব অর্জনের পাশাপাশি এস.এস.সি ও এইচ.এস.সি পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করে উত্তীর্ণ হন। এরপর খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বায়োটেকনোলজি এন্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং' বিভাগ থেকে প্রথম শ্রেণি পেয়ে বি.এস.সি (ইঞ্জিনিয়ারিং) সম্পন্ন করেন। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহে 'বায়োটেকনোলজি' বিভাগে মাস্টার্সে অধ্যয়নরত আছেন।

মাতৃভাষায় সহজ-সাবলীল অনুবাদের জন্য ইতিমধ্যেই অনেকের সুনাম কুড়িয়েছেন এ তরুণ। বাংলা ভাষার পাশাপাশি ইংরেজি ও আরবি ভাষাতেও তিনি সমান দক্ষ। বর্তমানে তিনি উর্দু ও ফার্সি ভাষা আয়ত্ত করার নিরলস সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছেন। সুদূর ভবিষ্যতে তুর্কি, ফ্রেঞ্চ ও জার্মান ভাষায় দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন ভাষার ইসলামি কিতাবসমূহ বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের করমকলে তুলে দেওয়ার স্বপ্ন দেখেন তিনি। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি ছাড়াও তার অনূদিত গ্রন্থাবলির মধ্যে রয়েছে :

শায়খ মুহাম্মাদ সালিহ আল মুনাজ্জিদ প্রণীত *'মুহররম ও আশুরার ফজিলত'*। হিবা দাব্বাগ প্রণীত *'জাস্ট ফাইভ মিনিটস! সিরিয়ার কারাগারে রুদ্ধশ্বাস নয় বছর'*।

উপরোল্লিখিত গ্রন্থাবলি ছাড়াও তিনি কালান্তর প্রকাশনী থেকে শায়খ মুহাম্মাদ সালিহ আল মুনাজ্জিদের সবগুলো গ্রন্থ অনুবাদ করার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন। এছাড়া তার অনূদিত ড. শায়খ আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি প্রণীত *'সালাহউদ্দিন আইয়ুবি'* এবং 'খলিফাতুল মুসলিমিন উমর ইবনে আবদুল আজিজ' দুটি গ্রন্থ খুব শীঘ্রই 'কালান্তর প্রকাশনী' থেকে আলোর মুখ দেখবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার কাজে বারাকাহ দান করুন। আমিন।

Cover : Kazi Sofwan

Kalantor Prokashoni

$ 5.00
50995>

9 780692 820646

**IKHLAS**
by **Sheikh Salih Al Munajjid**
Translated by **Jojon Arif**
Kalantor Prokashoni
Cover : Kazi Sofwan
Price: BD ৳ 80, US $ 5, UK £ 3
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
www.kalantorprokashoni.com
ফেসবুকে আমাদের সার্চ করুন
facebook.com/kalantorprokashoni
অনলাইন পরিবেশক
রেনেসাঁ
facebook.com/renesabookshop
boipark.com/kalantorprokashoni

# বই পরিচিতি

আমলের মূলপ্রাণ ইখলাস। যে আমলে ইখলাস নেই সে আমল প্রাণহীন শরীরের মত। প্রাণহীন শরীর যেমন ওই ব্যক্তির কোনো কাজে আসে না; কেউ তাকে আক্রমণ করলে প্রতিহত করে পারে না–ইখলাসবিহীন আমলও তেমন। পরকালে সে আমল কোনো কাজে আসবে না।

একজন মানুষ গভীর রাতে পুরো পৃথিবীতে পিনপতন নীরবতা নেমে আসার পর জায়নামাজে দাঁড়িয়েছে, অনেক রাকআত তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ছে; কিন্তু তার অন্তরে যদি এ কথা উদয় হয় যে, আমি আসলেই কত বড় আল্লাহওয়ালা–গভীর রাতে সবাই ঘুমের রাজ্যে হারিয়ে যাওয়ার পর আমি নামাজ পড়ছি! সে নামাজের কোনো মূল্য নেই আল্লাহর কাছে! আরেকজন জনসমক্ষে শুধুমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য নামাজে দাঁড়িয়ে গেল, দুনিয়ার সকলে তার নামাজ দেখলেও তার নামাজ আল্লাহর কাছে কবুল হবে।

কুরআন-হাদিসের জায়গায় জায়গায় ইখলাসের কথা এসেছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমার আমলকে ইখলাসপূর্ণ তথা খাঁটি করো। অল্প আমলই পরকালে তোমার মুক্তির জন্য যথেষ্ট হবে।'

শায়খ সালিহ মুনাজ্জিদকে আল্লাহ জাজায়ে খায়র দান করুন। বিভিন্ন কিতাবের পাতা চষে বেড়িয়ে তিনি আমাদেরকে উপহার দিয়েছেন ইখলাস সম্পর্কে চমৎকার তথ্যবহুল এ বইটি। এ বই পড়লে পাঠক জানতে পারবেন কীভাবে রিয়া তথা লৌকিকতামুক্ত ইবাদত করতে হবে, কীভাবে ইবাদত করলে আল্লাহর দরবারে গৃহীত হবে।

**রেজাউল কারীম আবরার**